حصن المسلم

হিস্‌নুল মুস্‌লিম

সূচীপত্র

B

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের জন্য, যার অশেষ মেহেরবাণীতে শাইখ সাঈদ ইবনে আলী আল্‌–ক্বাহতানির "হিসনুল মুসলিম মিন আয্‌কারিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ" এই অমূল্য কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার তাওফীক লাভে আমি ধন্য। অগণিত দরূদ ও সালাম তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বর্ষিত হোক, যার শিখানো দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় সহীহ দু'আ ও যিকিরসমূহ বাংলা ভাষা–ভাষী মুসলমানদের সামনে পেশ করা সম্ভব হলো।

সম্মানিত লেখক এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ঐ সমস্ত কিতাব থেকে দু'আ সংকলন করেছেন যা সকল মুসলমানের নিকট গ্রহণীয়। আর এই বইটি একজন আলেম থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ মুসলিম তথা সকলের প্রয়োজন। তিনি দু'আগুলো সংকলন করেছেন সহীহ আল্-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং ঐ সকল কিতাব থেকে যা বর্তমান বিশ্বে হাদীসের অপ্রতিদ্বন্দী বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুহাম্মদ নাসের উদ্দীন আল্-বানীর দ্বারা চারখানা সুনান গ্রন্থ তথা আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের সহীহ ও জয়ীফ পার্থক্য করে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; সিলসিলা আল্-হাদীস আল্-সহীহা এবং

সিলসিলা আল্–আহাদিস আল্–জয়ীফা। সম্মানিত সংকলক সহীহ হাদীস থেকে এই দু'আগুলো নিয়েছেন। আর প্রতিটি দু'আর পিছনে যে সব টিকা সংযোজন করেছেন, তার সবগুলো উক্ত গ্রন্থাদির দিকে ইঙ্গিত করে।

সৌদি আরবের বন্দর নগরী জেদ্দার "দারুল খায়ের আল্–ইসলামী" সংস্থা এই বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে বাংলা, ইংরেজী, ফ্রান্সী, ফিলিপিনী ও হিন্দী,এ ৫টি ভাষায় অনুবাদ করার পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ ভাষার ৫ জনকে অনুবাদের জন্য নিয়োগ করা হয়, অনুবাদককে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং সার্বিক

যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয় মাওঃ আব্দুল হাকীম দিনাজ্জী সাহেবকে। সৌদি আরবে বসবাসকারী প্রায় ৭ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষীকে লক্ষ্য করে উক্ত সংস্থা বইটি অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশেও ছাপানোর চেষ্টা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

বহু চেষ্টা ও সাধনা সত্বেও অনুবাদে ত্রুটি ও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা বিচিত্র নয়। যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক সমাজ অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষন করলে ইনশা আল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা সংশোধন করা হবে। এ অনুবাদ গ্রন্থ পাঠে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো। সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন ; তিনি যেন

খালেসভাবে ইহাকে কবূল করেন এবং এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন

«ربنا اغـفـرلي ولوالديّ وللمـؤمنين يوم يقوم الحساب»

অনুবাদক,
মদীনা বিশ্বাবিদ্যালয়
তাং ঃ ২৫/১২/১৪১৬হিজরী

ভূমিকা

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। আমরা আমাদের হৃদয়ের দুষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ হতে ও আমাদের মন্দ আমলগুলি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে সৎপথে আনার মত কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাঁদের এ সৎ পথের অনুস্মরণ করবে তাদের সকলের উপর অগনিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

" الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة "

নামক আমার পুস্তক হতে এই বইটি সংক্ষেপ করেছি। বিশেষ করে যিকরের অংশটা সংক্ষেপ করেছি যাতে করে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়।

এখানে যিকরের মূল অংশটা শুধু উল্লেখ করেছি। আর যে সকল হাদীসগ্রন্থ হতে উহা নেয়া হয়েছে সেগুলোর এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছি।

আর যে ব্যক্তি সাহাবীগণ সম্পর্কে

অবগত হতে চায় অথবা বেশী কছিু জানতে চায় তার উচিত হবে মূল গ্রন্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর মাধ্যমে এই আমল তাঁরই জন্য খালেস করে নেন, আর এর দ্বারা যেন তিনি আমাকে আমার জীবনে এবং মরণে উপকৃত করেন, আর যে ব্যক্তি ইহা পড়বে অথবা ছাপাবে অথবা ইহার প্রচারের কারণ হবে তাকেও যেন তিনি উপকৃত করেন। নিশ্চয় তিনি অতি পবিত্র, ইহার অভিভাবক ও ইহার উপর ক্ষমতাবান।

দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুস্বরণ করবে তাদের উপরও।

লেখক ঃ সফর, ১৪০৯ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

'পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি'

যিকরের ফযীলত

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

'অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামতের নাশোকরী করো না।[১]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

'হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী করে স্মরণ করো।' (২)

﴿ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

'আর আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।' (৩) .

﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴾

"তোমার প্রভুকে স্মরণ করো মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্ন-স্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীন (গাফিল)দের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।"[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার রবকে যিকর (স্মরণ) করে,আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'[৫]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'যে গৃহে আল্লাহর যিক্র হয় ও যে গৃহে হয় না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'[৫]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী (আল্লাহর পথে), সোনা–রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয় ?'

সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার জিকির।[৬]

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনি ধারণা করে আমি ঠিক তেমনি। সে যখন আমাকে

স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর, যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর, সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, আমি এগিয়ে আসি তার দিকে এক হাত। আর, সে এক হাত এগিয়ে আসলে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে আসি এবং সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি' ।' (৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশী হয়ে গেছে, কাজেই

আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের খবর দিন, যা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাবে বললেন ঃ "তোমার জিহবা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে।"(৮)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বদলা একটি নেকী পায়; আর, একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম, মীম, কে একটি হরফ বলছি না। বরং "আলিফ', একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"(৯)

উক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হলেন। আমরা তখন সুফ্ফায় অবস্থান করছিলাম। (সুফ্ফা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরের পার্শ্বে বাস্তুহারা গরীব ছাহাবীসহ নও-মুসলিমদের থাকার স্থান)। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, প্রত্যেকদিন সকালে বুতহান অথবা আক্বীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটো উট নিয়ে আসতে ভালবাসে ? আমরা বল্লাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তা করতে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এরূপ করতে পারোনা যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহ্র কিতাব হতে দু'টো আয়াত শিক্ষা দিবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দুটো উট হতে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি

উট হতে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উট হতে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে উত্তম হবে।' (১০)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসে আল্লাহর জিকির করেনা, তার সেই উপবেশন আল্লাহ্র নিকট থেকে নৈরাশ্য ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শায়িত হয়ে আল্লাহর জিকির করেনা তার সেই শয়নও আল্লাহ্র কাছে নৈরাশ্যের কারণ। (অর্থাৎ এই উদাসীন অবস্থা তার জন্য ক্ষতিকর, তথা হতাশা ও আক্ষেপের কারণ)। (১১)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যদি কোন দল কোন বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকির না করে এবং

তাদের নবীর উপর দরূদও পাঠ না করে তাহলে, তাদের সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশার কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের ক্ষমা করবেন।[১২]

যে সব লোক এমন কোন বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর উঠে আসে যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, তারা যেন মৃত গাধার লাশের স্তুপ হতে উঠে আসে। এরূপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ।"[১৩]

যিকির ও দু'আসমূহ

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ

١- [١] «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

১.[১] 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পূণর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) সকলের পুণরুত্থান হবে।'[১]

২.[২] **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ** যে ব্যক্তি রাতের নিদ্রা হতে জেগে এই কালেমাগুলি পাঠ করে ঃ

٢-(٢) «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي».

২ –'একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সকল

প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ সব চেয়ে বড়। মহান আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই। তারপর এই বলে দু'আ করে' ঃ– 'হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো'। তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। ওয়ালিদ বলেন, অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন ; দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে যথাযথ ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল হবে। [২]

٣- «الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ» (٣)

৩.[৩] সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার দেহকে (ক্ষয়ক্ষতি, অসুখ–বিসুখ হতে) সুস্থ রেখেছেন, আমার রূহ আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর জিকির করার অবকাশ দিয়েছেন।’ [৩]

٤- (٤)﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَٰتٍ
لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا
بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ رَبَّنَآ
إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا

لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ
فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَاتِنَا
مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ
رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن
ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ
هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى
سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ❊ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ ❊ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ
مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ❊ لَـٰكِنِ
ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ
عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ❊ وَإِنَّ
مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ
أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ
لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

(৪)
৪। ১৯০। নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ১৯১। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তারা চিন্তা গবেষণা করে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। ১৯২। হে

আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয়ই তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে অবশ্যই অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। ১৯৩। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবান কারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা ! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। ১৯৪। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দাও যা তুমি ওয়াদ করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি

অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করো না। ১৯৫। অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে; তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণ –কে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে

উত্তম বিনিময়। ১৯৬। নগরীতে কাফেরদের চাল–চলন যেন তোমাকে ধোকা না দেয়। ১৯৭। এটা হলো সামান্যতম ফায়েদা–এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। ১৯৮। কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। ১৯৯। আর আহলে কিতাবদের মাঝে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়, আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপরও, আল্লাহর সামনে

বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিদ্রুত হিসবা গ্রহণকারী। হে ঈমানদার গণ ! ধৈর্য ধারণ কর, পরস্পরকে ধৈর্য্যের কথা বল এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হতে পার।[৪] (সূরা আলে-ইমরান-১৯০-২০০)

২. কাপড় পরিধানের দু'আ

৫- «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي

وَلَا قُوَّةٍ . . »

৫. 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে ইহা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ ছাড়াই তিনি আমাকে ইহা দান করেছেন।' [৫]

৩ নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

٦- «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» .

৬. 'হে আল্লাহ্ ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরী করা

হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।'[৬]

৪. নূতন পোষাক পরিধানকারীর জন্য দু'আ

٧- (١)«تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَىٰ» .

(১)
৭. 'যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ট হবে এবং আল্লাহ্ এর স্থলাভিষিক্ত করুক।'[৭]

٨- (٢)«اِلْبِسْ جَدِيداً، وَعِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيداً»

(২)
৮. 'নতুন পোষাক পরিধান করো, প্রশংসিতরূপে জীবনযাপন করো, এবং শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করো।'[৮]

৫. কাপড় খুলে রাখার সময় কি বলবে ?

৯- «بِسْمِ اللهِ»

৯. 'বিস্‌মিল্লাহ্–আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।'[৯]

৬. পায়খানায় প্রবেশ কালে দু'আ

١٠- «[بِسْمِ اللهِ] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»'

১০. '(বিস্‌মিল্লাহ) (হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'[১০]

৭. পায়খানা হতে বের হওয়া কালে দু'আ

١١- «غُفْرَانَكَ»'

১১. 'হে আল্লাহ, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। '[১১]

৮. ওযূর পূর্বে যিকর

١٢- «بِسْمِ اللهِ»

১২.' বিস্‌মিল্লাহ ।'[১২]

৯. ওযূ শেষে দু'আ

١٣- «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . .»[১]

১৩.[১] 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা’ও রাসূল।[১৩]

١٤-(٢)«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

১৪.[২] ‘হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো।’[১৪]

١٥-(٣)«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

১৫.[৩] ‘হে আল্লাহ ! আমি তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া

সত্যিকারের কোন মাবূদ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তওবা করি। ’[১৫]

১০. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

١٦- (١) «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

১৬. "আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন শক্তি সামর্থ নেই।"[১৬]

١٧- (٢) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ،

أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ،
أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»

১৭. "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।" [১৭]

১১. গৃহে প্রবেশ কালে দু'আ

١٨ - «بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا،
وَعَلَىٰ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِهِ»

১৮. 'আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি অতঃপর পরিবারবর্গের উপর সালাম বলবে।' [১৮]

১২. মসজিদে যাওয়াকালে দু'আ

١٩ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بصَري نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تحْتِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً،

وأَعْظِـمْ لِـي نُـوراً، وَعَظِّمْ لِي نُـوراً، واجْعَلْ لِي نُوراً، وَاجْعَلْنِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُوراً، وفِي لَحْمِي نُوراً، وَفِي دَمِي نُوراً، وفِي شَعْرِي نُوراً، وَفِي بَشَرِي نُوراً»

«[اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَبْرِي . . وَنُوراً في عِظَامِي]» [«وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً»] [«وَهَبْ لِي نُوراً عَلَىٰ نُورٍ»]

১৯. 'হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরে

এবং জবানে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও আমার দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আর জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও, আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারণ কর, আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে জ্যোতি দান কর, আমার বাহুতে জ্যোতি দান কর, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে জ্যোতি দান কর। [হে আল্লাহ ! আমার কবরকে আমার জন্য জ্যোর্তিময় করে দাও, আমার হাড্ডি সমূহেও।] [আমার

জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও।] [আর আমাকে জ্যোতির উপর জ্যোতি দান করো।]' [১৯]

১৩. মসজিদে প্রবেশের দু'আ

٢٠- «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» [بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ](١) [وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ](٢) «اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

২০.'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্ত্বা এবং শাশ্বত

সার্বভৌম শক্তির নামে। আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর উপর। হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।' [২০]

১৪.মসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ

٢١- «بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

২১. 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। হে আল্লাহ ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। হে আল্লাহ, বিতাড়িত শয়তান হতে তুমি আমাকে

বাঁচাও।' [২১]

১৫. আযানের দু'আ

(১)
২২. 'যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাও তখন সে যা বলে তোমরা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করো। তবে মুয়াযযিন যখন হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলে, তখন

٢٢ـ (١) «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

'লা–হাওলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলো।' [২২]

٢٣–(٢) يَقُولُ «وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ

رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً»

(২)
২৩. মুয়ায্যিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে– "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আর, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট।" [২৩]

(৩)
২৪. আযানের জবাব দেয়া হলে শেষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর উপর দরুদ পড়বে। [২৪]

২৫. নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেনঃ (আযান শুনার পর)

٢٥- (٤) يَقُولُ «اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، [إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ]»

(৪)
২৫ 'হে আল্লাহ, এই সার্বিক আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর, তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা।' [২৫]

২৬.'আযান ও ইক্বামতের মাঝে নিজের জন্য দু'আ করবে, কেননা, ঐ সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয়না।'[২৬]

১৬. তাকবীরে তাহরিমার দু'আ

٢٧-[١] «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

২৭ .[১] হে আল্লাহ ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতা সমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ!

তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিস্কার হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার পাপ সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।' [২৭]

٢٨-(٢) «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَـٰهَ غَيْرُكَ»

২৮.(২) 'হে আল্লাহ ! তুমি পাক পবিত্র সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।' [২৮]

٢٩-⁽٣⁾ «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، ومَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২৯।[৩] 'আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক

নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।'

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ . أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ

وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

'হে আল্লাহ ! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিচ্ছি সুতরাং তুমি আমার সমূদয় গুনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেহই গুনাহ সমূহ মাফ করতে পারেনা। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচা- লিত করো, তুমি ছাড়া আর কেহই উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেনা, আমার দোষগুলি তুমি আমা হতে দূরীভূত কর, তুমি ভিন্ন অপর কেহই চারিত্রিক-দোষ অপসারিত করতে পারেনা।' [২৯]

'প্রভু হে ! আমি তোমার হুকুম মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হস্তদ্বয়ে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত আমি তোমার নিকট মার্জনা চাচ্ছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি।'

٣٠-(٤)«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ

"تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

৩০.[৪] 'হে আল্লাহ্! জিব্রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার সুমীমাংসা করে দাও। যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যাহা সত্য সেই দিকে পথ প্রদর্শন করো। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো।' [৩০]

٣١- (٥)«اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً»

تিনবার «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ نَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ، وَهَمْزِهِ»

৩১.[৫] 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ–অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ্ সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে ও রাতে তথা

সর্বক্ষণ পাক পবিত্র (তিনবার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আশ্রয় চাচ্ছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা হতে।' [৩১]

৩২.[৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন,

٣٢-[٦] «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضِ

وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ] [وَلَكَ الْحَمْدُ] [أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] [اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ]

[أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ] [أَنْتَ إِلٰهِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ]»

'হে আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহাদের মাঝে যা কিছু আছে তুমি উহাদের সকলের জ্যোতি এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু ইহাদের মাঝে আছে তুমিই ঐ সবের অধিকর্তা। (প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু ইহাদের মাঝে আছে তুমিই ঐ সবের প্রভু।) (আর প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তোমারই।) (আর সকল গুণকীর্তন তোমারই জন্য)। (তুমি

সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত (বেহেশত) সত্য, জাহান্নাম (দোযখ) সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য।) (হে আল্লাহ ! তোমার কাছে আত্ম সমর্পন করলাম, তোমারই উপর নির্ভরশীল হলাম, তোমারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতঃপর আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ মাফ করে দাও।) (তুমিই যা চাও আগে কর এবং তুমিই যা চাও পিছে কর,

একমাত্র তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।) (তুমিই একমাত্র মাবুদ তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।)'[৩২]

১৭. রুকুর দু'আ

٣٣-(١) «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (১)

৩৩. 'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার।)[৩৩]

٣٤-(٢) «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» .

৩৪.(২) 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার

প্রশংসাসহ হে আল্লাহ ! আমাকে তুমি মাফ করে দাও।'[৩৪]

٣٥- (٣) «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

৩৫.(৩) 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদস্ (জিব্রীল আঃ) এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত এবং গুণাবলীতেও পবিত্র।' [৩৫]

٣٦- (٤) «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي»

(৪)
৩৬. 'হে আল্লাহ ! আমি তোমারই জন্য রুকু (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্ম সমর্পন করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিস্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ূ, আমার সমগ্র সত্তা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।' [৩৬]

৩৭- (৫) «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ»

৩৭. (৫) 'পাক পবিত্র (সেই মহান আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী।' [৩৭]

১৮. রুকু হতে উঠার দু'আ

٣٨- (١) «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»

(১)
৩৮. আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে।' [৩৮]

٣٩- (٢) «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ»

৩৯.(২) 'হে আমাদের প্রভু ! তোমার সমস্ত ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা।' [৩৯]

٤٠- (٣) «مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ

الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (৩)

৪০. ' আল্লাহ ! তোমার জন্য ঐ পরিমান প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী মহাশুন্যকে পূর্ণ করে দেয় এবং এইগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মহাত্ম ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসার শানে যে কোন বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার চাইতেও বেশী উহার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তা বন্ধ করার কেউ নেই,

আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মত কেউ নেই। তোমার গযব হতে কোন বিত্তশালীও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা।' [৪০]

১৯. সিজদার দু'আ

٤١- (١) سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (١)

৪১. [১] 'আমার মহান সূউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার।) [৪১]

٤٢- (٢) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (

৪২. [২] 'হে আল্লাহ ! আমাদের প্রভু ! তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি (তোমার

প্রশংসাসহ) হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।'[৪২]

٤٣-(٣) «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ»

৪৩.(৩) 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রূহুল কুদ্স (জিব্রীল আঃ)-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলীতে পবিত্র।'[৪৩]

٤٤-(٤) «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

৪৪.[(৪)] 'হে আল্লাহ আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুসমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।'[৪৪]

٤٥-[(٥)] «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ»

৪৫.[(৫)] 'পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট-গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী।'[৪৫]

٤٦-(٦) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

৪৬.(৬) ' হে আল্লাহ ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহ।' [৪৬]

٤٧-(٧) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

(৭)
৪৭. ' হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে। তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করা যায় না ; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছো।' [৪৭]

২০. দু'সিজদার মধ্যখানে দু'আ

٤٨- (١) «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي»

(১)
৪৮. প্রভু হে তুমি আমাকে মাফ করে দাও, প্রভু হে তুমি আমাকে মাফ করে দাও।' [৪৮]

٤٩-(٢)«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي»

৪৯.(২). হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমার উপর রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং তুমি আমাকে রিযিক দান করো ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।' [৪৯]

২১. সিজদার আয়াত পাঠের পর সিজদায় দু'আ

٥٠- (١) «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ﴾»

৫০. (১) 'আমার মুখ-মণ্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ সর্বোত্তম স্রষ্টা।' [৫০]

٥١- (٢) «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا

تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ »

৫১. 'হে আল্লাহ ! উহার দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিখে রাখো, আর এর দ্বারা আমার পাপরাশী দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসাবে জমা করে রাখো আর উহাকে আমার নিকট হতে কবূল করো যেমন কবূল করেছো তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) হতে।'[৫১]

২২. তাশাহহুদ

٥٢-التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

৫২. যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।[৫২]

২৩. তাশাহ্হুদের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—এর প্রতি দরূদ পাঠ

৫৩- [١] اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

৫৩.[১] 'হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর

বংশধরগণের প্রতি রহমত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপরে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।'[৫৩]

٥٤-(٢) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ . إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

৫৪. (২) 'হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণের উপর রহমত নাযিল

করো যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ)এর বংশধরের উপর। আর তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণের এবং সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল করো যেমনটি করেছিলে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধরগণের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় সম্মানীয়।'[৫৪]

২৪. সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ

٥٥ – (١) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

৫৫.[১] হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে এবং দোযখের আযাব হতে, জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে।'[৫৫]

٥٦- (٢) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

৫৬.[২] 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে, আশ্রয় চাচ্ছি

জীবন মৃত্যুর ফিৎনা হতে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও ঋণভার হতে।' [৫৬]

٥٧- (٣) «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنَ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

৫৭. [৩] 'হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ কেহই মাফ করতে পারেনা, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি

তুমি রহম করো, তুমিতো মার্জনাকারী দয়ালু।'[৫৭]

٥٨-(٤) «اللَّهُمَّ اغْفِرَ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

৫৮.(৪) 'হে আল্লাহ ! আমি যে সব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি উহার সমস্তই তুমি মাফ করে দাও, মাফ করো সেই গুনাহগুলিও যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, মাফ করো আমার সীমালঙ্গন জনিত গুনাহ সমূহ এবং সেই সব

গুনাহ যে গুনাহ সম্বন্ধে তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তুমি যা চাও আগে কর এবং তুমি যা চাও পিছে কর। আর তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই।' [৫৮]

٥٩-(٥)«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

৫৯.(৫) 'হে আল্লাহ ! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দর ভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা করো।' [৫৯]

٦٠-(٦)«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

৬০.[৬] 'হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কার্পণ্যতা হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা–ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'[৬০]

٦١–(٧)«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

৬১.[৭] 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে বেহেস্তের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'[৬১]

٦٢-(٨)اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

خيْراً لِي وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

(চ)
৬২. 'হে আল্লাহ ! আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির উপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে, আমাকে তুমি জীবিত রাখ ততদিন পর্যন্ত যতদিন তুমি জান যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও সেই সময় যখন তুমি জান যে, মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট চাই (আমার হৃদয়ে) তোমার ভয়–ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে; আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের দরিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার নিকট এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও

আমা হতে বিচ্ছিন্ন হবেনা। আমি তোমার নিকট চাই তকদীরের প্রতি সন্তোষ। আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখ–সমৃদ্ধ জীবন। আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সহিত সাক্ষাত লাভের আগ্রহ ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবেনা কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবেনা এমন কোন ফেৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর এবং আমাদেরকে তুমি করো পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের পথিক।’ [৬২]

٦٣–(٩)« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٢).

৬৩.(১) 'হে আল্লাহ ! তুমি এক অদ্বিতীয় সকল কিছুই যার দিকে মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই এবং যার সমকক্ষও কেউ নেই, তোমার কাছে আমি কামনা করি তুমি আমার সবগুনাহ মাফ করে দাও নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' [৬৩]

٦٤-(١٠) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي

أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

(১০)
৬৪. হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সীমাহীন অনুগ্রহকারী, হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়, হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আমি তোমার কাছে বেহেস্তের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' [৬৪]

٦٥-(١١)«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»

৬৫.[১১] হে আল্লাহ ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, এমন এক সত্তা যার নিকট সকল কিছু মুখাপেক্ষী তিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'[৬৫]

২৫. সালাম ফিরানোর পর দু'আ

٦٦-[١] «أَسْتَغْفِرُ اللهَ (ثَلَاثًا) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

৬৬.[১] 'আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ ! তুমি শান্তিময়

আর তোমার নিকট হতেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণ -ময় তুমি।'[৬৬]

٦٧-(٢) «لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

৬৭.(২) 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তুমি যা প্রদান কর

তা বাধা দেয়ার কেহই নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেয়ার মত কেহই নেই। তোমার গযব হতে কোন বিত্তশীল বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা।' [৬৭]

٦٨-(٣) «لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

৬৮.[৩] 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোন পাপকাজ ও রোগ, শোক বিপদ আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই আর সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি, নেয়ামত সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের নিকট উহা অপ্রীতিকর।'[৬৮]

٦٩- (٤) «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

(৪)
৬৯. ‘(আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৩ বার) অতঃপর এই দু'আ পড়বে ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।’[৬৯]

٧٠-(٥) سُورَةُ الإِخْلَاص ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ❁ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ❁ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ❁ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴾

৭০.[৫] সূরা ইখলাছ ঃ "তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

سُورَةُ الفَلَق ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ❁ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ❁ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ❁ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ❁ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

সূরা ফালাক ঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা নাস ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾

সূরা নাস ঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে। ।[৭০]

৭১. "আয়াতুল কুরসী" প্রতি ফরয নামযের পর পড়বে ।[৭১]

٧١-(٦) ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا
بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষন করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি

সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান"।

(সূরা বাকারা-২৫৫)

٧٢-(٧) «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

(৭)
৭২ "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই,রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

মাগরিব ও ফযরের পর ১০ বার করে পড়বে। [৭২]

৭৩[৮]. ফযর নামাযের সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পড়বে;

٧٣-(٨)«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً»

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।' [৭৩]

২৬. ইসতেখারাহ (কল্যাণ কামনা) নামাযের দু'আ

৭৪. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে ইস্তেখারাহর (কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনার) নামায ও দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের

সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু'রাকাত নফল নামায পড়ে অতঃপর এই দু'আ পড়ে ঃ

٧٤- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ

وَآجِلِهِ ـ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ
لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
ـ أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ»

অর্থ ঃ ' হে আল্লাহ ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তির কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান;

আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়া, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্য–াণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত কর, এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে, এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি উহা আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে উহা

হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যা-ণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ঠ রাখ।'

যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নিকট ইসতেখারাহ করে এবং সৃষ্ট জীবের মাঝে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে আর তার কাজে দৃঢ়পদ থাকে সে কখনও অনুতপ্ত হয় না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾

'(হে রাসূল) তুমি জরুরী বিষয়ে তাদের (সহকর্মীদের) সাথে পরামর্শ করো, তারপর যখন দৃঢ়সংকল্পতা লাভ করো, আল্লাহর উপর পূর্ণভরসা করে চলবে।' [৭৪]

২৭. সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকর

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম ঐ সত্তার প্রতি যার পরে কোন নবী নেই।

৭৫.[১] আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

٧٥-(١) أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা

করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু' টোর সংরক্ষন করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান"।

(সূরা বাকারা–২৫৫)

٧٦-(٢) ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴾ .

৭৬[২] সূরা ইখলাছ ঃ "তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

سُورَةُ الْفَلَقِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

সূরা ফালাক ঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

سُورَةُ النَّاسِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ

ٱلنَّاسِ ۝ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۝ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝

সূরা নাস ঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

উক্ত সূরা তিনটি তিনবার করে পড়বে।

٧٧-(٣)«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّـٰهِ وَالْحَمْدُ لِلَّـٰهِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَومِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»

৭৭.(৩)'আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে

উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রভু হে ! এই দিনের মাঝে এবং উহার পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট উহার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং উহার পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, উহা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু ! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ঠ হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্রভু দোযখের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।' [৭৫]

٧٨- (٤)اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)

৭৮.[8] 'হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কেয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।' আর সন্ধ্যা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ

نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ "

'হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৭৬]

٧٩- (٥) اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ،

৭৯.[৫] 'হে আল্লাহ ! তুমি আমার প্রভু তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ্ এবং আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহ খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেহই গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নাই।'[৭৭]

٨٠-[٦] ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ

وجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»

৮০.[৬] 'হে আল্লাহ ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশের বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশ্তার ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেহ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দাহ এবং রাসূল।' সকালে চারবার এবং সন্ধ্যায় চারবার বলবে।[৭৮]

٨١-[٧] «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ»

৮১.[৭] 'হে আল্লাহ ! আমার সাথে যে নেয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে, এসব নেয়ামত তোমার নিকট হতে। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার প্রাপ্য তুমি।'

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই দু'আ পাঠ করলো সে যেন সেদিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ

পাঠ করলো সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। [৭৯]

٨٢-(٨)« اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، والْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

৮২।(৮) 'হে আল্লাহ তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চক্ষুতে নিরাপত্তা প্রদান দান করো। আল্লাহ তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কুফুরী এবং দারিদ্রতা

হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব হতে, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই।' [৮০]

সকাল–সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে।

৮৩–[১]. যে ব্যক্তি এই দু'আটি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার বলবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা–ভাবনার জন্য আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেনঃ

٨٣–[٩]« حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »

[৯] অর্থঃ 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, আমি তাঁর উপর নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।' [৮১]

৮৪ [১০]. তিনবার বলবে ঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থঃ 'আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্ঠকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।' [৮২]

٨٤- (١١) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ

شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي[১]

৮৫[১১]'হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি মার্জনার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার।

হে আল্লাহ ! তুমি আমার গোপন দোষ ত্রুটি সমূহ ঢেকে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও।

হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উর্ধদেশের গযব হতে।তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।[৮৩]

٨٥- (١٢) اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ

وَشَرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ"

৮৬.[(১২)] হে আল্লাহ ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রভু প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।[৮৪]

٨٦- (١٣) "بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ

شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

৮৭[১৩]. অর্থঃ আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারেনা। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। [৮৫] (তিনবার বলবে)

٨٧- (١٤) «رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا»

৮৮[১৪]. অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সঃ)কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে) [৮৬]

৮৮- (١٥) «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ : عَـدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

৮৯. (১৫)(ভোর হলে তিনবার বলবে) অর্থঃ 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টি বস্তু সমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার।' [৮৭]

৮৯-(١٦) «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»

৯০. (১৬)অর্থঃ 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিছ এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে।' (একশত বার) [৮৮]

٩٠-(١٧) «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

৯১.(১৭) 'হে চিরঞ্জীব, হে চির সংরক্ষক, তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (একমুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।'[৮৯]

٩١.(١٨) «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

৯২.(১৮) অর্থঃ 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রতিই তাওবা

করছি।’ [৯০]

(প্রতিদিন একশতবার পড়বে।)

٩٢-(١٩) «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٢)، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ(٣): فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ»

৯৩. (১৯) ‘সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এবং সকল জগত প্রভাতে উপনীত হলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয় ও সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়াত। আর আমি তোমার কাছে

আশ্রয় চাই এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ হতে।' অতঃপর যখন সন্ধ্যা হবে এইরূপ বলবে। [১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

সকালে যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে ঃ

٩٣- (٢٠) «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

৯৪ (২০) ঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্য, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর

সর্বশক্তিমান।" সে ব্যক্তি ইসমাইল (আঃ)-এর বংশের একজন দাস মুক্ত করার সমান পুণ্যলাভ করবে। আর তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) হতে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়। আর যখন সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়বে তখন অনুরূপ প্রতিফল পাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত।' [৯২]

বুখারী ও মুসলিমে প্রতিদিন সকালে এই দু'আ একশতবার পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

٩٤- (٢١) «أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وعَلىٰ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلىٰ دِينِ نَبِيِّنَا محَمَّدٍ ﷺ، وَعَلىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ،

حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

৯৫[২১]. নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালে এবং সন্ধ্যায় বলতেন ঃ '(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)–এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুস–লিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।' [৯৩]

৯৬ . 'আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বলো, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! কি বলবো ?

তিনি বললেন ঃ বলো, কুলহু আল্লাহু আহাদ, (সূরা ইখলাস) এবং (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) যখন সন্ধ্যা হয় এবং সকাল হয় তখন তিনবার করে বলবে, উহাই তোমার বিপদাপদ ও ভয়ভীতি হতে মুক্তি লাভসহ) সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট হবে।' [৯৪]

২৮. শয়নকালে যে সব দু'আ পড়তে হয়

৯৭ .[১] 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরাতে যখন তাঁর শয্যায় গমন করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন:

৯৫-(১) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ❁ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ

أَحَدٌ ❁ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ❁ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ ۞

অর্থঃ "তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা, যার প্রতি সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন ও নাই। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

তারপর সূরা ফালাক পড়তেনঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

অর্থঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন

তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তারপর সূরা নাস পড়তেনঃ

سورة الناس

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾

অর্থঃ "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির,

মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন এবং মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।'

৯৬.[২]**নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ** 'যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন করো তখন আয়াতুল কুরসী পড়, সর্বদা তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবেনা।' আয়াতটি হলোঃ

٩٦-(٢) ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ্, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন,

যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষন করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান"। [৯৬]

৯৯(৩) **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ** যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিম্নোক্ত সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, উহা তার জন্য যথেষ্ট হবে, [৯৭]

৯৭_(৩) ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ

وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن
رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا
ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ
أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا
كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا
وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا
عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۞

অর্থঃ 'রাসূল ঈমান রাখেন ঐ

সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না, তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা ! যদি স্মরণ না করি কিংবা ভুল করে বসি, তাহলে আমাদের

পাকড়াও করো না, হে আমাদের পালনকর্তা ! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু ! আর আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপাইও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের দয়া কর। তুমি আমাদের প্রভু ! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

১০০[৪]. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার শয্যা হতে উঠে আসে, অতঃপর উহার দিকে (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) ফিরে যায় সে যেন তার

লুঙ্গির এক অঞ্চল দিয়ে (অথবা কোন তোয়ালা, গামছা প্রভৃতি দিয়ে) তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয়, কেননা সে জানেনা যে তার চলে যাওয়ার পর উহাতে কি পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শয়ন করে তখন যেন বলে ঃ–

৯৮– (٤) «بِاسْمِكَ(٢) رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وبِكَ أَرْفَعُهُ ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»

অর্থ ঃ প্রভূ ! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি

(আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি উহাকে উঠাব (শয্যা ত্যাগ করব) যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ করো, তবে তুমি উহার প্রতি রহম করো, আর যদি তুমি উহাকে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখ) তাহলে সে অবস্থায় তুমি উহার হেফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাযত করে থাকো। [১৮]

৯৯-(৫) «اللَّهُـمَّ إِنَّكَ خَـلَقْتَ نَفْسِـي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»

১০১।[৫] হে আল্লাহ ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছো আর তুমি উহার মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) উহার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি উহাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হেফাযত করো, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায় তবে উহাকে মাফ করে দিও। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[১১]

১০২।[৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাতটিকে তাঁর গালের নীচে রাখতেন, তারপর তিনবার বলতেন ঃ

١٠٠ـ(٦) «اللَّهُمَّ قِنِي(٢) عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»

"হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো সেই দিবস যখন তুমি তোমার বান্দাদিগকে পূনরুত্থান করবে। [১০০]

১০১. শয়ন করার দু'আ ঃ

١٠١-(٧) «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وأَحْيَا»

১০৩.[৭] অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠব। [১০১]

১০৪.[৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)কে বলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে এমন কিছু বলে দিবনা যা তোমাদের জন্য হবে খাদেম অপেক্ষাও উত্তম ? (তারপর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার

উদ্দেশ্যে) গমন করো, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩বার سبحان الله 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, ৩৩বার الحمد لله। 'আল্ হামদুল্লিাহ' বলবে এবং ৩৪বার الله أكبر। 'আল্লাহু আকবার' বলবে। উহা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে। [১০২]

١٠٣-(٩) «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰواتِ السَّبْعِ ورَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ،

وأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»[১]

১০৫.[১] হে আল্লাহ ! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! মহা মহিয়ান আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোন

কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোন কিছুই থাকবেনা, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভু ! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখ। [১০৩]

١٠٤-(١٠) «الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ»

১০৬. [১০] সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ

করেছেন এবং আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেহই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেহই নেই। [১০৪]

١٠٥ـ(١١) «اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ والشَّهَادِةِ فاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ»

১০৭(১১): ৮৬ নং দু'আয় এর অর্থ বলা হয়েছে। [১০৫]

১০৮[১২]নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা সিজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না। [১০৬]

১০৯.[১৩]রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) তোমার শয্যায় গমন করবে তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

١٠٧ـ (١٣) «اللَّهُمَّ(٣) أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا

مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম, আর এসমস্তই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোন আশ্রয় নাই এবং মুক্তির কোন উপায় নাই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই

কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলেনঃ

'যদি তুমি (এই দু'আ পাঠের পর ঐ রাত্রিতেই) মৃত্যু বরণ করো তবে ফিৎরাতের উপরে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।' [১০৭]

২৯. বিছানায় শোয়াবস্থায় জাগ্রত হয়ে পড়ার দু'আ

১১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় শোয়াবস্থায় কট পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন ঃ

١١٢- «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»

১১১. অর্থ ঃ এক ও ক্ষমতাবান আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সমূহ বস্তুর প্রতিপালক, তিনি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। [১০৮]

৩০.ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়

١١٣- «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»

১১২. আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব হতে এবং তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে। [১০৯]

৩১. কেহ স্বপ্ন দেখলে কি বলবে ?

১১৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর হুলম– বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ

থেকে, অতএব যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার কাছে ভাল লাগে সে যেন উহা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো নিকট ব্যক্ত না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন উহা কারো নিকট না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। (তিনবার।)

সে যেন উহা কারো নিকট না বলে।

অতঃপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিল উহা পরিবর্তন করে। [১১০]

১১৪. (রাতে) উঠে নামায পড়বে যদি

উহার ইচ্ছা করে। [১১১]

৩২. দু'আ কুনূত

١١٦- [١] «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

১১৫.[১] হে আল্লাহ ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের

অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করো, তোমার উপরেতো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই, তুমি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন দিন অপমানিত হবেনা এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারেনা। হে আমাদের প্রভু ! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।
[১১২]

١١٧ - (٢) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ»

[২] ১১৬. ৪৭ নং দু'আয় এর অনুবাদ করা হয়েছে। [১১৩]

١١٨ - [٣] «اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ»

১১৭.[৩] হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, তোমারই জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, তোমারই দিকে দৌড়াই এবং তোমারই আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হই, তোমারই রহমতের আশা পোষণ করি।

তোমার আযাবের ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদের বেষ্টন করবেই। হে আল্লাহ ! আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি, আর তোমার কুফুরী করিনা। একমাত্র তোমরই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই আনুগত্য করি, আর যে তোমার কুফুরী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।[১১৪]

৩৩. বিত্র নামাযে সালাম ফিরানোর পর দু'আ

১১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। অতঃপর যখন সালাম ফিরাতেন তিনবার বলতেন ঃ

١١٧ - «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»

এবং তৃতীয়বারে স্বশব্দে আওয়াজ দীর্ঘ করে বলতেন ঃ

«[رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ]» [১১৫]

৩৪. বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

١٢٠-(١) «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي»

১১৯.[১] হে আল্লাহ ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার

এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদওলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাহাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী। [১১৬]

١٢١-[٢] «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

১২০।[২] 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋন থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।' [১১৭]

৩৫. বিপদাপদের দু'আ

١٢٢-[١] «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ

الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ»

১২১[১]. আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি মহান সহনশীল, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক।'[১১৮]

١٢٢-[٢] «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

১২২[২]. 'হে আল্লাহ ! তোমারই রহমতের আকাঙ্খী আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার

নিজের উপর ছেড়ে দিওনা, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য নেই কোন মাবূদ।' [১১৯]

١٢٤-(٣) «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»

১২৩.(৩) 'তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত।' [১২০]

١٢٥-(٤) «اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

১২৪.(৪) 'হে আল্লাহ ! আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাহাকেও শরীককরিনা।' [১২১]

৩৬. শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাত কালে দু'আ

١٢٦-(١) «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»

১২৬.(১) হে আল্লাহ ! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের) মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১২২]

١٢٧-(٢) «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ»

১২৭.(২) 'হে আল্লাহ ! তুমি আমার শক্তি,

তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।' [১২৩]

١٢٨ - (٣)«حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»

১২৮.(৩) আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক। [১২৪]

৩৭. শক্তিধর ব্যক্তির অত্যাচারে আশংকায় পঠিত দু'আ

١٢٩ - (١)«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ؛ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغىٰ، عَزَّ

جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

১২৯।[১] আল্লাহ ! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু ! মহা মহিয়ান আরশের প্রভু ! অমুক ইবনে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, কেউ আমার উপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহা পরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই। [১২৫]

١٣٠-(٢) «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَىٰ الْأَرْضِ

إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ، وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلَـهَ غَيْرُكَ»

১৩০.[২] আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহা পরাক্রমশালী, আমি যার ভয়–ভীতি করছি তার চেয়ে আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যিনি ছাড়া কেউ নেই, যার অনু –মতি ছাড়া সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না– তোমার ওমুক বান্দার এবং সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারীদের এবং সমস্ত জ্বিন

ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ ! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার পড়শীত্ব মহা পরাক্রমশালী, তোমার নাম অতি মহান, আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।[১২৬]

৩৮. শত্রুর উপর দু'আ

١٣١- «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْـزِمِ الْأَحْـزَابَ، اللَّهُـمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»

১৩১.'হে আল্লাহ ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত করো, তাদেরকে দমন

ও পরাজিত করো, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।' [১২৭]

৩৯. কোন গোষ্ঠিকে ভয় পেলে কি বলবে

١٣٢ - «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ»

১৩২. 'হে আল্লাহ ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামত সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরনের তারা হকদার।' [১২৮]

৪০. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

১৩৩. অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তথা বলবে ঃ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উক্ত দু'আ পাঠে তার সন্দেহ দূরীভূত হবে। [১২৯]

১৩৪. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তি বলবে ঃ

١٣٤ - «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ»

আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। [১৩০]

১৩৫. (উক্ত ব্যক্তি) আল্লাহর এই বাণী পড়বে ঃ

١٣٥ - ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ তিনি সর্ব প্রথম, তিনি সর্বশেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, আর সর্ববিষয়ে সুবিজ্ঞ। [১৩১]

৪১. ঋণ পরিশোধের দু'আ

١٣٦- (١) «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

১৩৬.(১) হে আল্লাহ ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। (হালাল রুযিই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়) এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি। এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (তুমি ছাড়া

যেন আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।) [১৩২]

١٣٧-(٢) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

১৩৭.(২) ১২০ নং দু'আয় এর অর্থ উল্লেখ হয়েছে। [১৩৩]

৪২. নামাযে শয়তানের ওসওয়াসায় (প্ররোচনায়) পতিত ব্যক্তির দু'আ

১৩৮. উসমান ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল ! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং কেরাতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ঐ শয়তানের নাম হচ্ছে খানযাব, যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব কর তখন উহা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলো। [১৩৪]

৪৩. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

١٣٩ - «اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا»

১৩৯. হে আল্লাহ ! কোন কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করো নাই, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দুর) করতে পারো।[১৩৫]

৪৪. কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে কি বলবে এবং কি করবে ?

১৪০. যে কোন মুসলমান কোন পাপকাজ করে ফেলে, অতঃপর (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযূ করে, তারপর দাড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে।[১৩৬]

৪৫. যে সকল দু'আ শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণাকে দূর করে

১৪১. শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ আয়ূযুবিল্লাহ পড়া। [১৩৭]

১৪২. আযান দেয়া। [১৩৮]

১৪৩. মাসনুন দু'আ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরে পরিণত করোনা, কেননা, শয়তান ঐ ঘর হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। [১৩৯]

৪৬. বিপদে পড়ে যে দু'আ পড়তে হয়

১৪৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুতেই (কিছুনা কিছু) কল্যাণ নিহিত আছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তুমি তার প্রত্যাশী হও। আর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিজে পরাভূত মনে করো না। যদি কোন কিছু (দুঃখ কষ্ট বা বিপদ আপদ) তোমার উপর আপতিত হয়, তবে সেই অবস্থায় 'একথা বলো না যে, যদি আমি একাজ করতাম বরং বলো আল্লাহ উহা নির্ধারণ করেছেন বলে ঘটেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ঘটে থাকে। কেননা, 'যদি' কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বার খুলে দেয়। [১৪০]

৪৭. সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দ ও তার প্রতি উত্তর

١٤٥ - «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ»

১৪৫. আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পন করুক এবং তার এহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

অভিনন্দনের জবাবে সন্তনালাভকারী বলবে

«بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ

خَيْراً، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ»

আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুপ্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মত সন্তান দান করুন এবং তোমার সওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন।

৪৮. সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ

১৪৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান (রাঃ) এবং হুসাইন (রাঃ) এর জন্য এই বলে আশ্রয় লইতেন ....

আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদ নযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [১৪১]

৪৯. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ

১৪৭.[১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন

١٤٧- (١) «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»

[১৪২]

কিছুনা, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

১৪৮.[২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কেহ কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন না হলে তার

দেখতে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন না হলে তার সম্মুখে সে এই দু'আ সাতবার পাঠ করবে ঃ

١٤٨-[٢] «أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ»

অর্থঃ আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইহার ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। (সাত বার বলবে) [১৪৩]

৫০. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত

১৪৯. আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন কোন মুসলমান তার মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায় তখন সে বসা পর্যন্ত জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পার্শ্বে) বসে পড়ে আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন করে ফেলে, সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত, আর যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত। [১৪৪]

৫১. কঠিন রোগে পতিত তথা মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভবনাময় ব্যক্তির দু'আ

١٥٠-[١] «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

১৫০.[১] আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। [১৪৫]

১৫১.[২] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে দু'হাত প্রবেশ করাতেন অতঃপর আদ্রিত হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন এবং বলতেন ঃ

«لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ»

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। [১৪৬]

١٥٢- [٣]«لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

১৫২.[৩] আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব তারই আর প্রশংসা

মাত্রই তাঁর। আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। [১৪৭]

৫২. মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়া ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

১৫৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে ঃ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ

সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। [১৪৮]

৫৩. যে কোন বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ

١٥٤- «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا»

১৫৪. আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং উহা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান করো। [১৪৯]

৫৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

١٥٥- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي

الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»

১৫৫. হে আল্লাহ ! তুমি (মৃতব্যক্তির নাম ধরে) মাগফিরাত দান করো, যারা হেদায়েত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দাও এবং যারা রয়েগেছে তাদের মাঝ থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক ! আমাদের ও তার গুনাহ মাফ করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত করো আর তার জন্য উহা আলোকময় করে দাও। [১৫০]

৫৫. জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

١٥٦ - (١) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ]»(١).

১৫৬.(১) হে আল্লাহ ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার

বাসস্থানটা প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও।' [১৫১]

١٥٧ - (٢) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا

فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ"

১৫৭.[২] 'হে আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃত্যু, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ ! আমাদেরকে তাহার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।' [১৫১ক]

١٥٨ - (٣)«اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ. فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

১৫৮. (৩) 'হে আল্লাহ ! উমুকের পুত্র উমুক তোমার যিম্মায়, তোমার প্রতিবেশিত্বে তথা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে, অতএব তুমি তাকে কবরের ফিৎনা এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও, তুমিই তো অঙ্গিকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী, অতএব তুমি তাকে মাফ করো এবং তার উপর রহম করো, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।' [১৫১খ]

١٥٩- (٤) «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ»

১৫৯.(৪) 'হে আল্লাহ ! তোমার এক বান্দা এবং তোমার এক বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী, আর তুমি তাকে শাস্তি দেয়াহতে অমুখাপেক্ষী, যদি সে সৎ লোক হয় তবে তার নেকী আরো বৃদ্ধি করে দাও, আর যদি পাপিষ্ঠ হয় তবে তার পাপ কাজ হতে এড়িয়ে যাও।' [১৫১গ]

৫৬. জানাযার নামাযে "ফারাত্বের" (অগ্রগামীর) জন্য দু'আ

১৬০.[১] মাগফিরাতের দু'আর পর বলা যায় ঃ

١٦٠ - [١] «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً وَذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعاً مُجَاباً. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ»

অর্থঃ 'হে আল্লাহ, এই বাচ্চাকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও। হে আল্লাহ এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্য "ফারাত" (অগ্রবর্তী নেকী) ও "যখর" (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ) হিসাবে কবূল করো, এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবূল হয়। হে আল্লাহ ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও আর এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বড় করে দাও। আর একে নেককার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও এবং ইব্‌রাহীম (আঃ) এর যিম্মায় রাখো, আর তোমার রহমতের দ্বারা দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার এই বাসস্থান থেকে উত্তম বাসস্থান দান কর, এখানকার পরিবার পরিজন থেকে উত্তম পরিবার দান কর, হে আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের ক্ষমা কর এবং যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে চলে গেছেন, তাদের ক্ষমা কর।' [১৫২]

١٦١- [٢] «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً، وَسَلَفاً، وأَجْراً»

১৬১. [২] 'হাসান (রাঃ) বাচ্চার (জানাযায়) সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং বলতেন ঃ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও।' [১৫৩]

৫৩. শোকার্তাবস্থায় দু'আ

١٦٢- «إِنَّ لِلَّـهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى . . . فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»

১৬২.'আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই

আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করা উচিত।'[১৫৪]

আর যদি বলে ঃ

«أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ»

"আল্লাহ্ তোমাকে অনেক বড় সওয়াব দান করুক এবং তোমার ধৈর্য শক্তিকে আরো উত্তম করুক। আর তোমার মৃত্যু ব্যক্তিকে তিনি মাফ করুক। অতএব ইহাই উত্তম।'[১৫৪]

৫৮. কবরে লাশ রাখার দু'আ

١٦٣ - «بِسْمِ اللهِ وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ»

১৬৩. '(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর রাখছি।'[১৫৫]

৫৯. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

١٦٤ - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ»

১৬৪. হে আল্লাহ তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর, তাকে ছাবিত ক্বদম রাখো।'

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর

কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তার জন্য সঠিক জওয়াবের সামর্থ প্রার্থনা করো, কেননা, এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে।' [১৫৬]

৬০. কবর যিয়ারতের দু'আ

١٦٥ - «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ [وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ] أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

১৬৫. 'হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুস-লমানগণ তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।'[১৫৭]

৬১. ঝড় তুফানে যে দু'আ পড়তে হয়

١٦٦-(١) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا»

১৬৬.(১) হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট উহার (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উহার অনিষ্ট হতে।'[১৫৮]

١٦٧-⁽٢⁾« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»

১৬৭.[২] 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট উহার (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই এবং আমি চাচ্ছি উহার ভিতরে নিহিত কল্যাণটুকু, আর সেই কল্যাণ যা উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি উহার অনিষ্ট হতে, উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।'[১৫৯]

৬২. মেঘের গর্জনে পঠিতব্য দু'আ

১৬৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করতেন.....

١٦٨- «سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»

"পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেস্তাগণও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে।'[১৬০]

৬৩. বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ সমূহ

١٦٩- (١) «اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ»

১৬৯.(১): হে আল্লাহ ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো যা সুপেয়ো, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী বিলম্বকারী নয়।'[১৬১]

١٧٠- (٢) «اللَّهُمَّ أَغِثْـنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»

১৭০.(২): হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।'[১৬২]

١٧١- (٣)«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ»(٢).

১৭১.(৩) 'হে আল্লাহ ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চুতষ্পদ জন্তুগুলিকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা করো, আর তোমার মৃত শহরকে সঞ্জীব করো।'[১৬৩]

৬৪. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ

١٧٢- «اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً»

১৭২. 'হে আল্লাহ ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।'[১৬৪]

৬৫. বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ

١٧٣- «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ»

১৭৩. 'আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।' [১৬৫]

৬৬. বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

١٧٤ - «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»

১৭৪. 'হে আল্লাহ ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষন করো, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো।' [১৬৬]

৬৭. নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

١٧٥- «اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَىٰ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ»

১৭৫.'আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ্! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ্ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু ।' [১৬৭]

৬৮. ইফতারের সময় দু'আ

١٧٦-[١] «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ»

১৭৬.[১] 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনী–গুলি সিক্ত হয়েছে, সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।' [১৬৮]

১৭৭.[২] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজাদারের জন্য ইফতারের সময় দু'আ কবুল হওয়ার একটা সময় আছে যা ফেরত দেয়া হয়না। ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছি, তিনি ইফতারের সময় বলতেন ঃ

١٧٧ -(٢) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي»(٢).

'হে আল্লাহ ! তোমার যে রহমত সকল কিছু বেষ্টন করে রেখেছে তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই তুমি আমাকে মাফ করে দাও।' [১৬৯]

৬৯. খাওয়ার পূর্বে দু'আ

১৭৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেহ আহার করে তখন সে যেন বলে "বিস্‌মিল্লাহ "

بِسْمِ اللهِ،

আর প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে " বিস্‌মিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি"।

بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» [১৭০]

১৭৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ যাকে আহার করালেন সে যেন বলেঃ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ،

অর্থঃ 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।' আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করালেন সে যেন বলেঃ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ»

'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং ইহা আরো বেশী করে দাও।' [১৭১]

৭০. খাওয়ার পরে দু'আ

١٨٠-⁽¹⁾«الْحَمدُ لِلَّـهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ»⁽²⁾.

১৮০.[১] সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং উহার সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলনা আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়–উদ্যোগ, ছিলনা কোন শক্তি সামর্থ।' [১৭২]

١٨١-⁽²⁾«الْحَمْدُ لِلَّـهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلَا] مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا»

১৮১.[২] 'পাক পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে আমাদের প্রভু যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে

পারবনা, তা কখনও চিরতরে বিদায় দিতে পারবনা, আর তা হতে অমুখাপেক্ষী ওনা।'[১৭৩]

৭১. মেজবানের জন্য মেহমানের দু'আ

١٨٢- «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»

১৮২. 'হে আল্লাহ ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছো তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান করো, তাদের গুনাহ মাফ করো এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।'[১৭৪]

৭২. যে পানাহার করালো তার জন্য দু'আ

١٨٣ - «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي»

১৮৩. 'হে আল্লাহ ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও।' [১৭৫]

৭৩. গৃহে ইফতারের দু'আ

١٨٤ - «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»

১৮৪.'তোমাদের সাথে ইফতার করলো রোযাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ

করলো সৎ লোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করলো ফেরেস্তাগণ।'[১৭৬]

৭৪. রোযাদারের নিকট খাদ্য উপস্থিত হলে পড়বে

১৮৫. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন উক্ত ডাকে সাড়া দেয়। সে যদি রোযাবস্থায় থাকে তাহলে সে যেন দু'আ করে দেয় (দাওয়াত দাতার জন্য) আর রোযাবস্থায় না থাকলে পানাহার করবে।'[১৭৭]

৭৫. রোযাদারকে গালি দিলে সে যা বলবে

١٨٦- «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»

[১৭৭ক]

১৮৬. আমি রোযাদার, আমি রোযাদার

৭৬. ফলের কলি দেখার পর পঠিত দু'আ

١٨٧- «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا»

১৮৭. 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দাও। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের মাপ-সামগ্রী 'সা' (১) -এ, আর বরকত দাও আমাদের 'মুদ্দে' (২) -এ।'[১৭৮]

৭৭. হাঁচি আসলে যা বলতে হয়

১৮৮.[১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে " আল–হামদু লিল্লাহ" اَلْحَمْدُ لِلّٰه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে, তখন প্রতিটি মুসলমান যে উহা শুনবে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা يَرْحَمُكَ اللّٰه অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। যখন সে তার জন্য বলবে "ইয়ারহামুকা–ল্লাহ" তখন সে (হাঁচি দাতা) তদুত্তরে যেন বলে ঃ

«يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন।'[১৭৯]

৭৮. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল—হামদুল্লিাহ বললে তার জবাবে যা বলতে হয়

١٨٩ - (٢)«يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»

১৮৯.[২] অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন।'[১৭৯ক]

৭৯. বিবাহিতদের জন্য দু'আ

١٩٠ - «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ؛ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

১৯০. 'আল্লাহ্ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ

করুন, আর তোমাদের (স্বামী–স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।' [১৮০]

৮০. বিবাহিত ব্যক্তির নিজের জন্য দু'আ এবং কোন চুতষ্পদ জন্তু ক্রয়ের সময় দূ'আ

১৯১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রাক্কালে) অথবা যখন দাস ক্রয় করে তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে ঃ «اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ»

'তোমার নিকট উহার (স্ত্রীর বা ক্রীত দাসের) কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার আদীম প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো। আর যখন কোন উট ক্রয় করবে তখন তার কুজ ধরে অনুরূপ বলবে।'[১৮১]

৮১. স্ত্রী সহবাসের পূর্বের দু'আ

١٩٢- «بِسْمِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

১৯২. আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি), হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখো, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখো।'[১৮২]

৮২. ক্রোধ দমনের দু'আ

١٩٣- «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

১৯৩. 'আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান হতে।'[১৮৩]

৮৩. বিপন্ন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

١٩٤ - «الْحَمْدُ لِلَّـٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا»

১৯৪. 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহীত করেছেন।'[১৮৪]

৮৪. মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

১৯৫. 'ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গণনা করে দেখা গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- একই বৈঠকে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একশতবার এই দু'আ পড়তেন।'

«رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ»

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে মাফ করো, আর আমার তওবা কবূল করো, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল।' [১৮৫]

৮৫. বৈঠকের কাফ্ফারা

١٩٦ - «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

১৯৬. 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া উপসনার যোগ্য কোন প্রভু নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।' [১৮৬]

যাহা দ্বারা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়

'হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে বসতেন বা

কুরআন তেলাওয়াত করতেন অথবা কোন নামায পড়তেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দ গুলি দ্বারা ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম আল্লাহর রাসূল ! আপনি কোন মজলিসে বসেন বা কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা কোন নামায পড়েন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই শব্দগুলি পাঠ করে (এর কারণ কি?) তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে তার সমাপ্তি হবে এই কল্যাণের উপর। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে এই শব্দগুলো তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ হবে ঃ

"سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" [১৮৭]

৮৬. যে ব্যক্তি বলে : " আল্লাহ আপনার গুনাহ মাফ করুক" তার জন্য দু'আ

«وَلَكَ» -١٩٧

১৯৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমন করলে তাঁর খাবার হতে আহার করি। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকেও (মাফ করুন)।[১৮৮]

৮৭. যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ভাল আচরণ করলো তার জন্য দু'আ

১৯৮. 'যে কেউ কারো প্রতি সৎ আচরণ করবে, অতঃপর সে ঐ আচরণকারীকে বলবে ঃ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

" আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুক। তাহলে সে প্রশংসার পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিয়ে দিলো।'[১৮৯]

৮৮. ঐ যিকর যা পাঠ করলে আল্লাহ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা করবেন

১৯৯. 'যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করলো তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে বাঁচানো হবে।

আর প্রতি নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর তার ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।'[১৯০]

৮৯. ঐ ব্যক্তির জন্য দু'আ যে বলে আমি আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে ভালবাসি

٢٠٠- «أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ»

২০০. 'আল্লাহর তোমাকে ভালবাসুক যার জন্য তুমি আমাকে ভালবাস।'[১৯১]

৯০. যে ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ তোমাকে দেয়ার জন্য তোমার সামনে উপস্থিত করলো তার জন্য দু'আ

٢٠١- «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ»

২০১. 'আল্লাহ তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।'[১৯২]

৯১. ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দু'আ

٢٠٢- «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءِ»

২০২. 'আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময়মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা।'[১৯৩]

৯২. শিরক থেকে বাঁচার দু'আ

٢٠٣- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ

بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

২০৩. 'হে আল্লাহ ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায়(শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' [১৯৪]

৯৩. কেউ কিছু হাদিয়া দিলে বা কিছু সাদকা দিলে তার জন্য দু'আ করা হলে সে কি বলবে?

২০৪. 'হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি ছাগী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরিত হলে তিনি বলেন, উহা

(যবেহ করে) ভাগ বন্টন করে দাও (সে মতে তাই করা হলো) খাদেম বিতরণ করে ফিরে আসলে আয়েশা (রাঃ) বলতেন, তারা কি বললো ? খাদেম জবাব দিলো, তারা বললো " بَـارَكَ الـلّٰهُ فِيْكُمْ " "আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন " তখন আয়েশা (রাঃ) বলতেন " وَفِيْهِمْ بَـارَكَ الـلّٰهُ " " আল্লাহ তাদেরকেও বরকত দান করুন। তারা যেরূপ বলেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকেও উত্তর দিলাম। অথচ আমাদের পুরুস্কার (সওয়াব) আমাদের জন্য রয়ে গেলো।' [১৯৫]

৯৪. অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ

٢٠٥- «اللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ

إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَـٰهَ غَيْرُكَ»

২০৫. 'হে আল্লাহ ! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই তুমি ছাড়া হক্ব কোন মাবুদ নেই।'[১৯৬]

৯৫. পশুর পিঠে আরোহন কালে অথবা যানবাহনে আরাহণের সময় পঠিত দু'আ

٢٠٦- بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّـٰهِ ﴿ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

২০৬.'আমি আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি উহাকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা উহাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রভূ প্রতিপালকের দিকে"। তারপর তিনবার "আল্‌হামদু লিল্লাহ" বলবে, অতঃপর তিনবার " আল্লাহু আকবার" বলবে (অতঃপর বলবে)। অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি পাক পবিত্র, আমি আমার সত্তার উপর যুলুম করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে মাফ করে দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেহই নেই।'[১৯৭]

৯৬. সফরের দু'আ

٢٠٧- اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ
مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾

«اللَّهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَـٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ
الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا
هَـٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَـةِ الْمَنْظَرِ،

وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"

২০৭. তিনবার " আল্লাহু আকবার " (তারপর এই দু'আ পড়তেন) অর্থ ঃ " পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য উহাকে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা উহাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট।" হে আল্লাহ ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং উহার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ !

তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষনকারী। হে আল্লাহ ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন নিম্ন লিখিত দু' আটাও অতিরিক্ত পাঠ করতেন ঃ

"آيِبُونَ، تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

" আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদাতরত

অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।'[১৯৮]

৯৭. গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দু'আ

২০৮- «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا»

২০৮. 'হে আল্লাহ !সপ্ত আকাশের এবং

উহার ছায়ার প্রভু ! সপ্ত জমীন এবং উহার বেষ্টিত স্থানের প্রভু ! শয়তান সমূহ এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রভু ! প্রবল ঝড় হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু ! আমি তোমার নিকট এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে কল্যাণ আর উহার মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই উহার অনিষ্ট হতে, উহার বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং উহার মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা হতে।' [১৯৯]

৯৮. বাজারে প্রবেশের দু'আ

٢٠٩ - «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

২০৯. 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' [২০০]

৯৯. পরিবাহক পশু অথবা উহার স্থলাভিষিক্ত যানবাহনে যখন পা পিছলিয়ে যায় সে অবস্থায় পঠিত দু'আ

২১০. বিসমিল্লাহ! بِسْمِ اللهِ
'(আল্লাহর নামে)' [২০১]

১০০. গৃহে অবস্থানকারীর জন্য মুসাফিরের দু'আ

٢١١- « أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ»

২১১.'আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেহই ক্ষতিগ্রস্থ হয়না।' [২০২]

১০১. মুসাফিরের জন্য গৃহে অবস্থানকারীর দু'আ

٢١٢-(١) أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ،

وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»

২১২.[1] 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।' [২০৩]

٢١٣-[٢] «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ»

২১৩.[2] 'আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ তোমার গুনাহ খাতা মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান করো আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন।' [২০৪]

১০২.উপরে আরোহণ কালে 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং নীচের দিকে অবতরণকালে 'সুবাহানাল্লাহ' বলা

«كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا»

২১৪.'জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন "আল্লাহু আকবার" বলতাম এবং যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম "সুবহানাল্লাহ"।'[২০৫]

১০৩. প্রত্যুষে রওয়ানা হওয়ার সময় মুসাফিরের দু'আ

২১৫- «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بِاللهِ مِنَ النَّارِ»

২১৫. এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল আল্লাহর প্রশংসার আর অগণিত নিয়ামত আমাদের উপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো। হে আমাদের প্রভু আমাদের সঙ্গে থাকেন, প্রদান করুন আমাদের উপর অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহর নিকট দোযখ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'[২০৬]

১০৪. সফর বা অন্য কোথা হতে ঘরে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

٢١٦- «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

২১৬. 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট

হতে।'[২০৭]

১০৫. সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

২১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধ হতে অথবা হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রতিটা উঁচু স্থানে আরোহণকালে তিনবার " আল্লাহু আকবার" তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন ......

لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ،
تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ،

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসামাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। আল্লাহ তাঁর অঙ্গিকার পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, সকল গোত্রকে একাই পরাভূত করেছেন।'[২০৮]

১০৬. আনন্দদায়ক কিছু দেখলে এবং ক্ষতিকারক কিছু দেখলে কি বলবে ?

২১৮. 'নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আনন্দ দায়ক কিছু দেখতেন, তখন বলতেন ....

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»

'সেই আল্লাহর প্রশংসা যার নেয়ামতের কল্যাণে সমুদয় সৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়।' অপরপক্ষে যখন কোন ক্ষতিকর ব্যাপার দেখতেন তখন বলতেন ....

«الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ»

সকল অবস্থাতেই সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' [২০৯]

১০৭. নবী (সঃ)এর উপর দুরুদ পাঠের ফযিলত

২১৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।' [২১০]

২২০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার কবরকে উৎসব স্থানে পরিণত করোনা, তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো, কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা যেখানেই থাকনা কেন।' [২১১]

২২১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'কৃপন সেই যার কাছে

আমার নাম উল্লেখ করা হলো এরপরও সে আমার উপর দরুদ পড়লনা।' [২১২]

২২২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের একদল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে দেন। [২১২ক]

২২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি আমার উপর সালাম প্রদান করে তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের উত্তর প্রদান করতে পারি। [২১২খ]

১০৮. সালামের প্রসার

২২৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে, আমি কি আমাদেরকে এমন এক বস্তু শিখিয়ে দিবনা যা কার্যকরী করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে ? (সেটিই হলো), তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিস্তার সাধন কর, অর্থাৎ বেশী বেশী করে সালামের আদান প্রদান কর।' [২১৩]

২২৫. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেনঃযে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তার মাঝে ঈমানের সব স্তরই পাওয়া

যাবে ঃ ১) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, (২) ছোট বড় সকলের প্রতি সালাম জ্ঞাপন করা, (৩) স্বল্প সংগতি সত্ত্বেও সৎকাজে ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যায় করা।' [২১৪]

২২৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অপরকে তোমার আহার করানো, তোমার পরিচিত,অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া [২১৫]

১০৯. কোন কাফের সালাম দিলে জবাবে যা বলতে হবে

২২৭. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন আহলি কিতাব

সালাম দিলে জবাবে বলবে ঃ وَعَلَيْكُمْ॥

'এবং তোমার উপর হোক'। [২১৫ক]

১১০. মোরগ ও গাধার ডাক শুনলে পঠিত দু'আ

২২৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনো, তখন তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা করো। কেননা, উহা ফেরেস্তাকে দেখে। আর যখন গাধার ডাক শুনো, তখন তোমরা শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, গাধা শয়তানকে দেখে থাকে।' [২১৬]

১১১. রাতে কুকুরের ডাক শুনে যে দু'আ পড়তে হয়

২২৯. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা রাত্রি বেলায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক এবং গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে, তখন তোমরা উহা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, তারা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাওনা।' [২১৭]

১১২. যাকে তুমি গালি দিয়েছ তার জন্য দু'আ

٢٣٠- قال ﷺ : «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২৩০.'আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

তিনি নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ হে আল্লাহ ! যে কোন মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।' [২১৮]

১১৩. এক মুসলমান অন্য মুসল–মানের প্রশংসা করলে কি বলবে ?

২৩১. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কোরো পক্ষে তার সঙ্গীর একান্ত প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে ঃ

أَحْسِبُ فُلَاناً

وَاللّٰهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللّٰهِ أَحَداً

أَحْسِبُهُ ـ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ـ كَذَا وَكَذَا»

অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত আছেন, আল্লাহর উপর কারো সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছিনা, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি।'
[২১৯]

১১৪. কেহ প্রশংসা করলে মুসলমান তখন কি বলবে

٢٣٢- «اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ [وَاجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ]»

২৩২. হে আল্লাহ ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানেনা, [আমাকে কল্যাণ দাও, যা তারা ধারণা করছে][২২০]।

১১৫. মুহরিম হজ্জ এবং উমরাতে কিভাবে তালবিয়াহ পড়বে ?

٢٣٣- «لَـبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَـبَّيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَـبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ

وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

২৩৩. 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে হাজির আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, আমি তোমার দরবারে হাজির, তোমার কোন অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নেয়ামতের সামগ্রী সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।' [২২১]

১১৬. হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবীর বলা

২৩৪. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের উপর আরোহন করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করেছেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছতেন তখন

সে দিকে কোন জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।' [২২২]

১১৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করার দু'আ

২৩৫. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

٢٣٥- « رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ »

" হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। [২২৩]

১১৮. সাফা ও মারওয়ায় দাড়িয়ে পাঠ করার দু'আ

২৩৬. 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হজ্জের নিয়মাবলীতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হতেন,এই আয়াত পাঠ করতেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

তিনি আরো বলেন ঃ " আমি তা দিয়ে আরম্ভ করব যা দিয়ে আল্লাহ পাক আরম্ভ করেছেন।" অতঃপর তিনি সাফা পর্বত হতে

আরম্ভ করেন এবং তার উপর আরোহন করে কাবা শরীফ দেখেন এবং কিবলা মুখী হন, তারপর আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করেন এবং তাকবীর বলেন, অতঃপর এই দু' আ পাঠ করেন ঃ

«لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجزَ وَعْدَهُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

" আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নাই, তিনি এক তাঁর শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর।

তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন আর তিনি একাই শত্রুবাহনীকে পরাভূত করেছেন।" এইভাবে তিনি এর মধ্যবর্তীস্থানেও দু'আ করতে থাকেন –এই দু'আ তিনবার পাঠ করেন। (আল্ হাদীস) উক্ত হাদীসে আরো আছে " এই ভাবে তিনি মারওয়াতেও অনুরূপ করতেন যেভাবে সাফা পর্বতে করেছেন।' [২২৪]

১১৯. আরাফাত দিবসের দু'আ

২৩৭. শ্রেষ্ট দু'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দু'আ, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্টতম

দু'আ হচ্ছে ঃ

لَا إِلَـٰهَ

إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।' [২২৫]

১২০. মুজদালিফায় পাঠ করার দু'আ

২৩৮. 'জাবের (রাঃ) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "কাসওয়া নামক উটে আরোহন করে মুজদালাফায়ে আসেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ

করেন এবং তাকবীর বলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করেন এবং তাঁর একত্বতার বর্ণনা করেন। তারপর তিনি পূর্ণ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মুজদালাফা ত্যাগ করেন।' [২২৬]

১২১. প্রতিটি জামরায় কংকর মারার সময় তাকবীর বলা

২৩৯. জামরাগুলোতে প্রতিটি কংকর মারার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর বলতেন, অতঃপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রথম জামরা ও দ্বিতীয় জামরায় দু' হাত উঁচু করে দু'আ করতেন। অপর পক্ষে তৃতীয় জামরায় কংকর মারতেন

এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলতেন, আর সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসতেন।' [২২৭]

১২২. আশ্চর্য জনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় কি বলবে ?

২৪০.সুবহানাল্লাহ।[২২৮] سُبْحَانَ اللّٰه

২৪১. আল্লাহু আকবার।[২২৯] اَللّٰهُ اَكْبَرُ

১২৩. আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে কি করবে?

২৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন এমন কোন সংবাদ আসত যা তাঁকে আনন্দিত করত অথবা আনন্দ দেয়া হতো তখন তিনি মহান বরকতময় অল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়

স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।' [২৩০]

১২৪. যে ব্যক্তি শরীরে ব্যথা অনুভব করছে সে কি করবে? এবং কি বলবে ?

২৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমার দেহের যে স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হস্ত স্থাপন করো, তারপর বলো ঃ

بِسْمِ اللهِ "বিসমিল্লাহ" তিনবার। অতঃপর সাতবার বলো ......

أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

'যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহর

মর্যাদা এবং তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' [২৩১]

১২৫. বদ—নযরের আশংকা থাকলে কি বলবে ?

২৪৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেহ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তাঁর সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার উচিত সে যেন উহার জন্য বরকতের দু'আ করে,) কারণ চক্ষুর (বদনজর) সত্য।[২৩২]

১২৬. ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কি বলবে ?

٢٤٥- «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ!»

২৪৫.'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' [২৩৩]

১২৭. কুরবাণী করার সময় কি বলবে ?

٢٤٦- «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ] اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي»

২৪৬. ..... 'আল্লাহর নামে কুরবাণী করছি, আল্লাহ মহান। (হে আল্লাহ! এ কুরবাণী তোমার নিকট হতে পেয়েছি এবং তোমার জন্যই। আল্লাহ ! তুমি আমার পক্ষ হতে কবূল করো।' [২৩৪]

১২৮. শয়তানের কুমন্ত্রণার মুকাবিলায় কি বলবে ?

٢٤٧- «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ»

২৪৭. 'আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোন সৎলোক বা অসৎ লোক অতিক্রম করতে পারেনা ঐ সকল বস্তু হতে যা আল্লাহ নিকৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণীর পথিক ছাড়া হে দয়াময়।' [২৩৫]

১২৯. তওবা ও ক্ষমা চাওয়া

২৪৮. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট

নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।' [২৩৬]

২৪৯. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট দিনে একশতবার তওবা করে থাকি।' [২৩৭]

২৫০. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পড়বে .

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ،

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি'

আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়নকারী হয়।' [২৩৮]

২৫১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ পাক বান্দাহর অধিকতর নিকটবর্তী হন রাত্রির শেষের দিকে, ঐ সময় যদি তুমি আল্লাহর যিকরে মগ্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হতে সমর্থ হও, তবে তুমি উহাতে মগ্ন হবে।' [২৩৯]

২৫২.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বান্দাহ যখন সিজদায় থাকে তখন সে তার প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা ঐ অবস্থায় বেশী করে দু'আ পাঠ করো।' [২৪০]

২৫৩.'আগার আল মুজানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিছু সময়ের জন্য আমার অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ

থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। আর আমি দিনে একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।' [২৪১]

১৩০. তাসবীহ তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল এর ফযীলত ঃ

২৫৪[১]– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি দিবসে একশত বার ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

পাঠ করে তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও উহা সাগরের ফেনা রাশির সমান হয়ে থাকে। [২৪২]

২৫৫-[২] 'আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

٢٥٥-(٢) وَقَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।' [২৪৩]

২৫৬—আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ; দুটি কলেমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত

দিবসে) ওজনে ভারী, উহা করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, কালেমা দুটি হচ্ছে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ

وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ »

অর্থ ঃ 'আল্লাহর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, কি পবিত্র মহান আল্লাহ।' [২৪৪]

২৫৭- আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ ، وَلاَ إِلَـهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ،

অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা

করছি সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

এই কালেমাগুলো আমার যবানে উচ্চারিত হওয়া সূর্য যে সমস্ত জিনিসের উপর উদিত হয়, সেই সমুদয় জিনিসের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এই কালেমাগুলি আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়।' [২৪৫]

২৫৮– সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেহ কি এক দিবসে এক হাজার পূণ্য অর্জন করতে পারেনা ? তখন তাঁর সাহাবাদের

মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন এক ব্যক্তি কি করে (এক দিবসে) এক হাজার পূণ্য অর্জন করতে পারে ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে তার জন্য এক হাজার পূণ্য লিখা হবে এবং তার থেকে একহাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।' [২৪৬]

২৫৯- জাবের (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলবে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

অর্থঃ 'মহা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাও জ্ঞাপন করছি,' তার জন্য বেহেস্তে একটি গাছ

লাগানো হবে। [২৪৭]

২৬০–আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস ! আমি কি বেহেস্তসমূহের মধ্যে এক (বিশেষ) রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবনা ? আমি বললাম নিশ্চয় করবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তখন বলেনঃ বলো

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ ঃ 'অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' [২৪৮]

২৬১.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক

প্রিয় কালাম চারটি, উহার যে কোনটি দিয়াই তুমি শুরু করনা, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কালাম চারটি হলো এই ঃ

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ

لِلّٰهِ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ،

অর্থঃ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহই সর্ব শ্রেষ্ঠ।' [২৪৯]

২৬২. সা'য়াদ ইবনে আবী ওক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন গ্রামীণ আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরজ করলো আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলবো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বললেন, বলো ঃ

لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ"

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ্ মহান অতীব মহীয়ান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু, আল্লাহ্ সমস্ত দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পাক পবিত্র তিনি। দুঃখ কষ্ট ফিরানোর শক্তি কারো নেই, আর সুখ প্রদানের ক্ষমতাও কারো নেই একমাত্র প্রতাপশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' গ্রাম্য লোকটি বললো, এই গুলোতো আমার রবের জন্য, তবে আমার

জন্য (প্রার্থনা জ্ঞাপনের কথা) কি ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি বলোঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي"

অর্থঃ 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি তুমি দয়া করো, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো এবং আমাকে রিযেক দান করো।'[২৫৭]

২৬৩. 'তারেক আল আশযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন, অতঃপর এসব কথাগুলি দিয়ে দুআ করার আদেশ দিতেন।

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

অর্থঃ 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি তুমি দয়া করো, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থতা দান কর এবং আমাকে রিযেক দান করো

ইমাম মুসলিম কিছুটা বেশী বর্ণনা করেন, "এসব কথাগুলো পড়লে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় হাসিল হবে।"[২৫৮]

২৬৪. 'জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সর্বশ্রেষ্ট দু' আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه " আল্‌হামদু লিল্লাহ "

আর সর্বোত্তম যিক্‌র
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ "।' [২৫২]

অবশিষ্ট সৎকর্ম সমূহ

«سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ، وَلَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

২৬৫– 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ মহান, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করার কোনই ক্ষমতা নেই, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' [২৫৩]

১৩১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তাসবীহ পড়তেন?

২৬৬– 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) কে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি। [২৫৪]

صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ .

দরুদ ও সালাম এবং বরকত আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক। আমীন ।।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ" رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ "

সর্ববিধ প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যার নিয়ামতে যাবতীয় নেক কাজসমূহ সম্পাদিত হয়। হে আল্লাহ আমাকে, আমার পিতা–মাতাকে এবং সকল মুমিনগণকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দাও।

সমাপ্ত

টিকা টিপ্পনী ও গ্রন্থপঞ্জি

যিকিরের ফযিলত

[১] (সূরা বাকারা–১৫২)

[২] (সূরা আহযাব–৪১)

[৩] (সূরা আহযাব–৩৫)

[৪] (সূরা আ' রাফ–২০৫)

[৫] (বুখারী ফতহুলবারী–১১/২০৮)

[৬] (তিরমিজি–৫/৪৫৯, ইবেন মাযা–২/১২৪৫, সহীহ ইবনে মাযা–২/৩১৬, সহীহ তিরমিজি–৩/১৩৯।)

[৭] (বুখারী–৮/১৭১, মুসলিম–৪/২০৬১, শব্দগুলো বুখারীর)

[৮] (তিরমিজি–৫/৪৫৮, ইবনে মাজা–২/১২৪৬)

[৯] (তিরমিজি– ৫/১৭৫,সহীহ জামে সগীর–৫/৩৪০)

[১০] (মুসলিম–১/৫৫৩)

[১১] (আবু দাউদ–৪/২৬৪, সহীহ আল জামে)

[১২] (তিরমিজি, সহীহ তিরমিজী–৩/১৪০)

[১৩] (আবু দাউদ–৪/২৬৪, আহমদ–২/৩৮৯)

যিকির ও দু'আ সমূহ

[১] (বুখারী–ফতহুলবারী–১১/১১৩,মুসলিম–৪/২০৮৩)

[২] (বুখারী ফতহুলবারী–৩/৩৯,ইবনে মাজা–২/৩৩৫)

[৩] (তিরমিজি–৫/৪৭৩, সহীহ তিরমিজী–৩/১৪৪)

[৪] (বুখারী ফতহুলবারী–৮/২৩৫, মুসলিম–১/৫৩০)

[৫] (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাযা, এরওয়াউল গালীল– ৭/৪৭)

[৬] (আবু দাউদ,তিরমিজী এবং আল্লামা আলবাণীর মোখতাসার শামায়েল তিরমিজী ৪৭ পৃঃ)

[৭] (আবু দাউদ–৪/৪১)

[৮] (ইবনে মাযা–২/১১৭৮, বাগাওয়ী– ৪১/১২, ইবনে মাজাহ– ২/২৭৫)

[৯] (তিরমিজি–২/৫০৫, প্রমুখ এরওয়াউল গালীল এর ৪৯ এবং সহীহ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

[১০] (বুখারী–১/৪৫, মুসলিম১/২৮৩)

[১১] (আবূ দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

[১২] (আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও আহমদ)

[১৩] (মুসলিম–১/২০৯)

[১৪] (তিরমিজি–১/৭৮)

[১৫] (নাসায়ী–১৭৩)

[১৬] (দাউদ–৪/৩২৫, তিরমিজি–৫/৪৯০)

[১৭] (তিরমিজি–৩/১৫২, ইবনে মাযা–২/৩৩৬)

[১৮] (আবু দাউদ–৪/৩২৫)

[১৯] (মুসলিম–১/৫৩০, বুখারী ফতহুল বারী–১১/১১৬), [তিরমিজী–৩৪১৯, ৫/৪৮৩]

[২০] (আবু দাউদ, ইবনু সুন্নী হাদীস নং–৮৮, মুসলিম–১/৪৯৪)

[২১] (আবূ দাউদ, ইবনে মাজ–১/১২৯)

[২২] (বুখারী–১/১৫২, মুসলিম–১/২৮৮)

[২৩] (মুসলিম–১/২৯০,ইবনে খোযায়মা
১/২২০)

[২৪] (মুসলিম–১/২৮৮।

[২৫] (বুখারী–১/১৫২,বাইহাকী– ১/৪১০)

[২৬] (তিরমজি,আবু দাউদ,আহমদ)

[২৭] (বুখারী–১/১৮১, মুসলিম–১/৪১৯)

[২৮] (আবু দাউদ,নাসায়ী, তিরমিজি–১/৭৭,
ইবনে মাজা–১/১৩৫)

[২৯] (মুসলিম–১/৫৩৪)

[৩০] (মুসলিম–১/৫৩৪)

[৩১] (আবূ দাউদ–১/২০৩, ইবনে মাজা–
১/২৬৫, আহমদ ৪/৮৫)

[৩২] (বুখারী ফতহুল বারী– ৩/৩, ১১/১১৬,
১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫ ও মুসলিম–১/৫৩২)

[৩৩] (আবু দাউদ, তিরমিজি–১/৮৩, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

[৩৪] (বুখারী–১/১৯৯, মুসলিম–১/৩৫০)

[৩৫] (মুসলিম–১/৩৫৩, আবু দাউদ–১/২৩০]

[৩৬] (মুসলিম–১/৫৩৫, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি)

[৩৭] (আবু দাউদ–১/২৩০, নাসাঈ, আহমদ)

[৩৮] (বুখারী–২/২৮২)

[৩৯] (বুখারী ফতহুলবারী–২/২৮৪)

[৪০] (মুসলিম–১/৩৪৬)

[৪১] (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, আহমদ)

[৪২] (বুখারী ও মুসলিম

[৪৩] মুসলিম

[৪৪] (মুসলিম–১/৫৩৪, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি)

[৪৫] (আবু দাউদ–১/২৩০, নাসাঈ, আহমদ)

[৪৬] (মুসলিম–১/৩৫০)

[৪৭] (মুসলিম–১/৩৫২০

[৪৮] (আবু দাউদ–১/২৩১, ইবনে মাজা–১/১৪৮)

[৪৯] (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

[৫০] (তিরমিজ–২/৪৭৪, আহমদ–৬/৩০, হাকেম।)

[৫১] (তিরমিজি–২/৪৭৩, হাকেম)

[৫২] (বুখারী–ফতহুলবারী ১১/১৩, মুসলিম–১/৩০১)

[৫৩] (বুখারী–ফতহুল বারী ৬/৪০৮)

[৫৪] (বুখারী–ফতহুল বারী–৬/৪০৭, মুসলিম–১/৩০৬)

[৫৫] (বুখারী–২/১০২, মুসলিম–১/৪১২)

[৫৬] (বুখারী–১/২০২, মুসলিম–১/৪১২)

[৫৭] (বুখারী–৮/১৬৮, মুসলিম–৪/২০৭৮)

[৫৮] (মুসলিম–১/৫৩৪)

[৫৯] (আবূ দাউদ–২/৮৬, নাসাঈ–৩/৫৩)

[৬০] (বুখারী–ফতহুলবারী–৬/৩৫)

[৬১] (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা–২/৩২৮)

[৬২] (নাসাঈ–৩/৫৪,৫৫,আহমদ–৪/৩৬৪)

[৬৩] (নাসাঈ–৩/৫২,আহমদ–৪/৩৩৮)

[৬৪] (আবূদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা)

[৬৫] (আবু দাউদ–২/৬২, তিরমিজি–৫/১৫)

[৬৬] (মুসলিম–১/৪১৪)

[৬৭] (বুখারী–১/২২৫, মুসলিম–১/৪১৪)

[৬৮] (মুসলিম–১/৪১৫)

[৬৯] (মুসলিম–১/৪১৮)

[৭০] (আবূ দাউদ ২/৮৬, নাসাঈ--৩/৬৮)

[৭১] (নাসাঈ)

[৭২] তিরমিজি–৫/৫১৫, আহমদ–৪/২২৭)

[৭৩] (ইবনে মাজা, মাজমাউল যাওয়ায়েদ)
[৭৪] (বুখারী ৭/১৬২) (আল্ ইমরান–১৫৯)
[৭৫] (মুসলিম–৪/২০৮৮)
[৭৬] (তিরমিজ–৫/৪৬৬)
[৭৭] (বুখারী–৭/১৫০)
[৭৮] (আবূ দাউদ–৪/৩১৭, বুখারী–১২০১]
[৭৯] (আবূ দাউদ–৪/৩১৮)
[৮০] (আবূ দাউদ–৪/৩২৪, আহমদ–৫/৪২)
[৮১] (আবূ দাউদ–৪/৩২১)
[৮২] (তিরমিজি–৩/১৮৭, আহমদ–২/২৯০,
মুসলিম–৪/২০৮০)
[৮৩] (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ–২/৩৩২]
[৮৪] (তিরমিজি, আবূ দাউদ)
[৮৫] (আবূ দাউদ, তিরমিজি)
(৮৬] (তিরমিজি–৫/৪৬৫, আহমদ–৪/৩৩৭)
[৮৭] (মুসলিম–৪/২০৯০)

[৮৮] (মুসলিম–৪/২০৭১)

[৮৯] (হাকেম–১/৫৪৫, তারগীব–তারহীব–১/২৭৩)

[৯০] (বুখারী–৪/৯৫, মুসলিম–৪/২০৭১)

[৯১] (আবূ দাউদ–৪/৩২২, জাদুল মা'দ–২/৩৭৩)

[৯২] (ইবনে মাজা–২/৩৩১)

[৯৩] (আহমদ–৩/৪০৬,৪০৭,৫/১২৩)

[৯৪] (আবূ দাউদ–৪/৩২২, তিরমিজি–৫/৫৬৭)

[৯৫] (বুখারী ফতহুল বারী–৯/৬২, মুসলিম–৪/১৭২৩)

[৯৬] (বুখারী ফতহুল বারী–৪/৪৮৭)

[৯৭] (বুখারী ফতহুল বারী–৯/৯৪, মুসলিম–১/৫৫৪)

[৯৮] (বুখারী ফতহুল বারী ১১/১২৬, মুসলিম ৪/২০৮৪)

(৯৯) (মুসলিম–৪/২০৮৩,
আহমদ –২/৭৯)
[১০০] (আবু দাউদ–৪/৩১১, তিরমিজি–৩/১৪৩)
[১০১] (বুখারী ফতহুল বারী–১১/১১৩,
মুসলিম–৪/২০৮৩)
[১০২] (বুখারী ফতহুল বারী–৭/৭১,
মুসলিম–৪/২০৯১)
[১০৩] (মুসলিম–৪/২০৮৪)
[১০৪] (মুসলিম–৪/২০৮৫)
[১০৫] আবু দাউদ–৪/৩১৭, তিরমিজি–৩/১৪২)
[১০৬] (তিরমিজি, নাসাঈ)
[১০৭] (বুখারী ফতহুল বারী–১১/১১৩.
মুসলিম–৪/২০৮১)
[১০৮] (হাকেম, নাসাঈ)
[১০৯] (আবু দাউদ–৪/১২, তিরমিজি–৩/১৭১)
[১১০] (মুসলিম–৪/১৭৭২,১৭৭৩, বুখারী–৭/২৪)

[১১১] (মুসলিম–৪/১৭৭৩)
[১১২] [আবূ দাউদ, আহমদ, দারাকুতনী, হাকেম, তিরমিজি–১/১৪৪, ইবনে মাজা–১/১৯৪)
[১১৩] (আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে মাজা–১/১৯৪, তিরমিজি–৩/১৮০)
[১১৪] (বাইহাকী–২/২১১, ইরওয়াউল গলীল–২/১৭০)
[১১৫] (নাসাঈ)–৩/২৪৪, দারে কুতনী–২/৩১)
[১১৬] (আহমদ–১/৩৯১)
[১১৭] (বুখারী ফতহুল বারী–৭/১৫৮,১১/১৭৩)
[১১৮] (বুখারী ফতহুল বারী–৭/১৫৪, মুসলিম–৪/২০৯২)
[১১৯] (আবু দাউদ–৪/৪২৪, আহমদ–৫/৪২)
[১২০] (তিরমিজি–৫/৫২৯. হাকেম)
[১২১] (আবূ দাউদ–২/৮৭, ইবনে মাজা–২/৩৩৫)

[১২২] (আবূ দাউদ–২/৮৯, হাকেম)
[১২৩] (আবূ দাউদ–৩/৪২, তিরিমিজি–৫/৫৭২)
[১২৪] (বুখারী –৫/১৭২)
[১২৫] (বুখারী আল–আদাব আল–মুফরাদ–৭০৭]
[১২৬] [বুখারী আল–আদাব আল–মুফরাদ–৭০৮]
[১২৭] [মুসলিম–৩/ ১৩৬২]
[১২৮] [মুসলিম–৪/ ২৩০০]
[১২৯] বুখারী ফতহুল বারী–৬/৩৩৬,
মুসলিম–১/১২০)
[১২৯ক] (বুখারী ফতহুল বারী–৬/৩৩৬,
মুসলিম–১/১২০]
[১৩০] (মুসলিম–১/১১৯–১২০)
[১৩১] (সূরা হাদীদ–৩, আবূ দাউদ – ৪/৩২৯)
[১৩২] (তিরমিজি–৫/৫৬০
[১৩৩] (বুখারী–৭/১৫৮]
[১৩৪] (মুসলিম–৪/১৭২৯)
[১৩৫] (ইবনে হেব্বান–২৪২৭,ইবনে সিন্নী)৩৫১]
[১৩৬] (আবু দাউদ–২/৮৬, তিরমিজি–২/২৫৭)

[১৩৭] (আবূ দাউদ–১/২০৬. তিরমিজি–১/৭৭)

[১৩৮] (মুসলিম–১/২৯১, বুখারী–১/১৫১)

[১৩৯] (মুসলিম–১/৫৩৯)

[১৪০] (মুসলিম–৪/২০৫২)

[১৪১] (নববীর আল–আয্কার–পৃ ৩৪৯]

[১৪১ক] (বুখারী– ৪/১১৯)

[১৪২] (বুখারী ফতহুল বারী–১০/১১৮)

[১৪৩] (তিরমিজি–২/২১০, আবূ দাউদ)

[১৪৪] (তিরমিজি–১/২৮৬, ইবেন মাজা–
১/২৪৪, আহমদ)

[১৪৫] (বুখারী–৭/১০, মুসলিম–৪/১৮৯৩)

[১৪৬] (বুখারী ফতহুল বারী–৮/১৪৪)

[১৪৭] (তিরমিজি–৩/১৫২, ইবনে মাজা–২/৩১৭)

[১৪৮] (আবূ দাউদ–৩/১৯০, সহীহ আল জমে–
৫/৪৩২)

[১৪৯] (মুসলিম–২/৬৩২)

[১৫০] (মুসলিম–২/৬৩৪)

[১৫১] (মুসলিম–২/৬৬৩

[১৫১ক] ইবনে মাজাহ–১/৪৮০, আহমদ–২/৩৬৮]

[১৫১খ] ইবনে মাজাহ–১/২৫১, আবু দাউদ–৩/২১১]

[১৫১গ] হাকেম, জাহাবী–১/৩৫৯, আল–বানী–পৃঃ–১২৫]

[১৫২] [আদ্‌দুরুসুল মুহিম্মা পৃঃ–১৫,আল–মুগনী–৩/৪১৬]

[১৫৩] শারহে সুন্নাহ–৫/৩৫৭, বুখারী–৬৫]

[১৫৪] বুখারী–২/৮০, মুসলিম–২/৬৩৬]

[১৫৪ক] আল আয়কারু লিন্নববী ১২৬ পৃঃ]

[১৫৫] আবু দাউদ–৩/৩১৪]

[১৫৬] আবু দাউদ–৩/৩১৫, হাকেম]

[১৫৭] মুসলিম–২/৬৭১, ইবনে মাজাহ–]

[১৫৮] আবু দাউদ–৪/৩২৬, ইবনে মাজা–২/১২২৮]

[১৫৯] [মুসলিম–২/৬১৬, বুখারী–৪/৭৬]

[১৬০] [মুয়াত্তা–২/৯৯২]

[১৬১] (আবু দাউদ–৩০৩)

[১৬২] (বুখারী–১/২২৪, মুসলিম–২/৬১৩)

[১৬৩] (আবু দাউদ–১/৩০৫, আয্‌কারে নববী–পৃঃ–১৫০)

[১৬৪] (বুখারী ফতহুলবারী–২/৫১৮)

[১৬৫] (বুখারী–১/২০৫, মুসলিম–১/৮৩)

[১৬৬] (বুখারী–১/২২৪, মুসিলিম–২/৬১৪)

[১৬৭] (তিরমিজি–৫/৫০৪,দারেমী–১/৩৩৬)

[১৬৮] (আবু দাউদ–২/৩০৬, সহীহ জামে–৪/২০৯)

[১৬৯] (ইবনে মাজা–১/৫৫৭, শরহে আয্‌কার–৪/৩৪২)

[১৭০] (আবু দাউদ–৩/৩৪৭, তিরমিজি–৪/২৮৮)

[১৭১] (তিরমিজি–৫/৫০৬)

[১৭২] (আবূ দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজা, তিরিমিজ–৩/১৫৯)

[১৭৩] (বুখারী–৬/২১৪, তিরমিজি–৫/৫০৭)

[১৭৪] (মুসলিম–৩/ ১৬১৫)

[১৭৫] (মুসলিম–৩/ ১২৬)

[১৭৬] (আবূ দাউদ–৩/৩৬৭, আলবনী–পৃঃ– ১০৩)

[১৭৭] (মুসলিম–২/ ১০৫৪.।বুখারী–৪/১০৩, মুসলিম–২/৮০৬]

[১৭৮] (মুসলিম–২/ ১০০০) ১. 'সা' বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে।
২. 'মুদ্দ' বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে।

[১৭৯] [বুখারী– ৭/ ১২৫]১৭৯ক] তিরমিজি ৫/৮২, আহমদ–৪/৪০০

[১৮০] (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরিমিজি) ১/৩১৬

[১৮১] (আবূ দাউদ–২/ ২৪৮, ইবেন মাজা– ১/৬১৭)

[১৮২] (বুখারী–৬/ ১৪১), মুসলিম– ২/ ১০২৮)

[১৮৩] (বুখারী– ৭/৯৯, মুসলিম–৪/ ২০১৫)

(১৮৪] (তিরমিজি– ৫/৪৯৪,৪৯৩)

[১৮৫] (তিরমিজি–৩/ ১৫৩,ইবনে মাজা– ২/৩২১)

[১৮৬] (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি–৩/১৫৩,
ইবনে মাজা)

[১৮৭] (আহমদ, নাসাঈ, মুসনাদ–৬/৭৭)

[১৮৮] (আহমদ–৫/৮২, নাসাঈ)

[১৮৯] (তিরমিজি হাদীস নং ২৩৩৫]

[১৯০] (মুসলিম–১/৫৫৫)

[১৯১] (আবূ দাউদ–৪/৩৩৩)

[১৯২] (বুখারী ফতহুল বারী–৪/৮৮)

[১৯৩] (নাসাঈ,পৃ–৩০০, ইবনে মাজা–২/৮০৯)

[১৯৪] (আহমদ–৪/৪০৩, সহীহ আল্ জামে–
৩/২৩৩)

[১৯৫] (ইবনে সুন্নী পৃঃ ১৩৮)

[১৯৬] (আহমদ–২/২২০, ইবনে সুন্নী
হাদীস নং ২৯২)

[১৯৭] (আবূ দাউদ–৩/৩৪, তিরমিজি–৫/৫০১)

[১৯৮] (মুসলিম–২/৯৯৮).
[১৯৯] (হাকেম, আয্ যাহবী–২/১০০)
[২০০] (তিরমিজি–৫/৪৯১, হাকেম–১/৫৩৮)
[২০১] (আবূ দাউদ ৪/২৯৬]
[২০২] (আহমদ–২/৪০৩, ইবনে মাজা–২/৯৪৩)
[২০৩] (আহমদ–২/ ৭, তিরমিজি–৫/৪৯৯)
[২০৪] (তিরমিজি–৩/ ১৫৫)
[২০৫] (বুখারী ফতহুল বারী–৬/ ১৩৫)
[২০৬] (মুসলিম–৪/২০৮৬)
[২০৭] (মুসলিম–৪/২০৮০)
[২০৮] (বুখারী–৭/ ১৬৩, মুসলিম–২/৯৮০)
[২০৯] (ইবনে সুন্নী, হাকেম)
[২১০] (মুসলিম–১/২৮৮)
[২১১] (আবু দাউদ–২/ ২১৮, আহমদ–২/৩৬৭)
[২১২] (তিরমিজি,৫/৫৫১, সহীহ জামে–৩/ ২৫)
[২১২ক] নাসায়ী, হাকিম]
[২১২খ] [আবু দাউদ–২০৪১]

[২১৩] (মুসলিম–১/৭৪)

[২১৪] (বুখারী ফতহুল বারী–১/৮২ মুআল্লাক)

[২১৫] (বুখারী ফতহুল বারী–১/৫৫ মুসলিম–১/৬৫)

[২১৫ক] বুখারী–১১/৪১, মুসলিম–৪/১৭০৫

[২১৬] [বুখারী ফতহুল বারী–৬/৩৫০, মুসলিম–৪/২০৯২)

[২১৭] (আবূ দাউদ–৪/৩২৭, আহমদ–৩/৩০৬)

[২১৮] (বুখারী ফতুহুল বারী–(১১/১৭১, মুসলিম–৪/২০০৭)

[২১৯] (মুসলিম–৪/২২৯৬)

[২২০] (বুখারী আল–আদাবুল মুফরাদ–৭৬১]

[২২১] বুখারী–৩/৪০৮, মুসলিম–২/৮৪১

[২২২] [বুখারী ফতহুল বারী–৩/৪৭৬]

[২২৩] [আবূ দাউদ–২/১৭৯, আহমদ ৩/৪১১]

[২২৪] (মুসলিম–২/৮৮৮)

[২২৫] (তিরমিজি–৩/১৮৪, আলবানী–৪/৬)

[২২৬] [মুসলিম–২/৮৯১)
[২২৭] (বুখারী ফতহুল বারী–৩/৫৮৩,
৩/৫৮৪, মুসলিম)
[২২৮] (বুখারী ফতহুলবারী ১/২১০, ২৯০,৪১৪,
মুসলিম–৪/১৮৫৭)
[২২৯] (বুখারী ফতহুলবারী–৮/৪৪১,
তিরমিজি–২/১০৩, ২/২৩৫, আহমদ–৫/২১৮)
[২৩০] (আবূ দাউদ, তিরমিজি,ইবনে মাজা–১/২৩৩]
[২৩১] (মুসলিম–৪/১৭২৮
[২৩২] (আহমদ–৪/৪৪৭, ইবনে মাজা)
[২৩৩] (বুখারী ফতহুল বারী–৬১৮১,
মুসলিম–৪/২২০৮]
[২৩৪] [মুসিলম–৩/১৫৯৫, বায়হাকী–৯/২৮৭]
[২৩৫] [আহমদ–৩/৪১৯, ইবনে সুন্নী]
[২৩৬] [বুখারী–১১/১০১]
[২৩৭] (মুসলিম–৪/২০৭৬)

[২৩৮] [আবু দাউদ–২/৮৫, তিরমিজি–৪/৬৯]
[২৩৯] [তিরমিজি–৩/১৮৩, নাসায়ী–১/২৭৯]
[২৪০] [মুসলিম–১/৩৫০]
[২৪১] [মুসলিম–৪/২০৭৫]
[২৪২] [বুখারী–৭/১৬৮, মুসলিম–৪/২০৭১]
[২৪৩] [বুখারী–৭/৬৮, মুসলিম–৪/২০৭১]
[২৪৪] [বুখারী–৭/১৬৮, মুসলিম–৪/২০৭২]
[২৪৫] [মুসলিম–৪/২০৭২]
[২৪৬] [মুসিলম–৪/২০৭৩]
[২৪৭] [তিরমিজি–৫/১১১, হাকিম–১/৫০১]
[২৪৮] [বুখারী ফতহুল বারী–১১/২১৩,
মুসলিম–৪/২০৭৬]
[২৪৯] [মুসলিম–৩/১৬৮৫]
[২৫০] [মুসলিম–৪/২০৭২, আবু দাউদ–১/২২০]
[২৫১] [মুসলিম–৪/২০৭৩]
[২৫২] [তিরমিজি–৫/৪৬২,ইবনে মাজা–২/১২৪৯]
[২৫৩] [আহমদ–৫১৩, আয্‌–যাওয়াইদ–১/২৯৭]
[২৫৪] [আবু দাউদ–২/৮১, তিরমিজি–৫/৫২১]

حصنُ المسلم
من أذكار الكتاب والسُّنّةِ

تأليف
سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ترجمةٌ للبنغالية

محمد إنعام الحق
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مراجعة: محمد رقيب الدين حسين